পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহ্‌মদী

মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসূল ও শেফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

সম্পাদকঃ এ. এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১১শ সংখ্যা

১৪ই কার্তিক, ১৩৮৭ বাংলা : ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮০ ইং : ২১শে জেলহজ্ব, ১৪০০ হিঃ

বার্ষিক : চাঁদা বাংলাদেশ ও ভারত ১৫·০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ২½ পাউণ্ড

ঃ হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি সংখ্যা ঃ

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী
৩১শে অক্টোবর, ১৯৮০ ইং
৩৪শ বর্ষ
১২শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
• তফসীরে কুরআন : 'ইসলামের বিজয় দিবস সমাগত পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী'	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মাদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার	৮
* অমৃতবাণী :	হযরত মসীহ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১০
* ইমাম মাহ্‌দী (আঃ)-এর আবির্ভাব ও হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি :	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৩
* হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা : —(৫৬)	হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	১৯
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ	২৫
* স্পেনে নবযুগের প্রথম মসজিদ স্থাপন		
* এক নজরে ঘানার আহ্‌মদী জামাত		
* জরুরী বিজ্ঞপ্তি	সেক্রেটারী, তাহ্‌রীক জদীদ, বাঃ আঃ আঃ	২৭
* স্পেনে ইসলামের পুনরুত্থান	মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	২৮
* শোক সংবাদ * ভূমিকম্প		৩০

শুদ্ধি-পত্র

(১) অত্র সংখ্যার ১৮ পৃষ্ঠায় ১৯ লাইনের পর

و يكون ظهوره بعد مضي خ ف ج بعد الهجرة - (مقدمة ابن خلدون ص ٣٥٠)

এবং ২১ লাইনে "অংকের হিসাবে হিজরত শব্দের মূল্যায়ন' পড়িতে হইবে।

(২) ২১ পৃষ্ঠার ১৭ লাইনে 'যমজ' পড়িতে হইবে।

وعلى عبده المسيح الموعود نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্যায়ের ৩৪শ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা

১৪ই কার্তিক, ১৩৮৭ বাংলা : ৩১শে অক্টোবর, ১৯৮০ ইং : ৩১শে এখা, ১৩৫৯ হিঃ শামসী

ইসলামের বিজয়দিবস সমাগত

পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী

(হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)-এর 'তফসীরে কবীর' হইতে সূরা আল-ফজরের তফসীরের অনুবাদ।)

—মোঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাঃ আঃ আঃ।

والفجر ۝ وليال عشر ۝ والشفع والوتر ۝ والليل اذا يسر ۝
هل فى ذالك قسم لذى حجر ۝

"(আমি কসম খাইতেছি) এক (অবশ্যম্ভাবী) ফজরের, এবং দশ রাত্রির, এবং জোড়া (দুই) ও বিজোড় (এক)-এর এবং (বর্ণিত দশ রাত্রির পর অবশ্যম্ভাবী, আর) এক রাত্রির যখন উহা চলিয়া যায়। এই গুলির মধ্যে কি জ্ঞানী ব্যক্তিদের জন্য (নিশ্চিত ভবিষ্যত ঘটনাবলীর) কসম নাই?" (সূরা ফজর)।

লক্ষণমালা ঃ

আল্লাহতায়ালা বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণের সমক্ষে উপরোক্ত আয়াতগুলির মধ্যে হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের ও ইসলামের সত্যতা সপ্রমাণে কসম খাইয়া চারটি কথা পেশ করিয়াছেন। যথা —

১। একটি প্রভাতের, ২। দশ রাত্রির, ৩। জোড়া (দুই) ও বিজোড়ের (একের), ৪। এক রাত্রির, যখন চলিয়া যায়।

উক্ত কথাগুলির মধ্যে আলো ও আঁধার, উহাদের মেয়াদকাল এবং এক গাণিতিক সংখ্যার সাংকেতিক ভাষায় কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে।

পবিত্র কুরআনে চির নব হেদায়েত ঃ

উপরোক্ত আয়াতগুলির ব্যাখ্যা করিতে কেহ হয়ত প্রথমে শানে নযুলের তালাশ করিবেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পবিত্র কুরআন প্রত্যেক যুগের হেদায়েতের জন্য নাযেল হইয়াছে

এবং উহার মধ্যে সকল যুগের জন্য জানার ও মানার বিষয় আছে। যদি অতীতের কোন একঘটনার মধ্যে কোন আয়াতকে আটকাইয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে পরবর্তীতে পবিত্র কুরআনের মধ্যে ঐ আয়াতের থাকা কি প্রয়োজন? যদি ভবিষ্যতেও উহা যুগ-সমস্যার সমাধানে কোন কাজে না লাগে, পবিত্র কুরআনে উহাকে রাখার কোন অর্থ হয় না। আল্লাহতায়ালার পাক কালাম বিভিন্ন যুগের জন্য ঈমান উদ্দীপক নব নব সংবাদ এবং নব নব সমস্যা সমাধানের হেদায়স রাখে। বিশেষ করিয়া যেগুলি সর্বতোভাবে ভবিষ্যদ্বাণী, সেগুলিকে শানে নযুল দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না।

প্রকৃতিক নিদর্শনের ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

আলোচ্য আয়াতগুলির মধ্যে এক প্রভাতের নাম লইবার পর, দশ রাত্রির নাম লওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃতিক জগতে প্রভাতের পর রাত্রি হয় না, বরং প্রভাতের পর দিবস অতঃপর সন্ধ্যা এবং তাহার পর আসে রাত্রি। পক্ষান্তরে প্রাকৃতিক জগতে এককালীন দশ রাত্রিরও সমাবেশ হয় না। বরং এক রাত্রি একা আসে এবং তাহার পর প্রভাত ও দিন আসে। অনুরূপভাবে একাধিক দিন একত্রে আসে না। বরং একদিন একা আসে এবং উহার পর আসে সন্ধ্যা ও রাত্রি। সুতরাং আলোচ্য আয়াতগুলিতে প্রকৃতিক কোন বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত নাই। বরং প্রাকৃতিক ধর্ম ইসলামের ও উহার প্রবর্তক হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনের অন্ধকার ও আলোকময় পর্য্যায় সম্বন্ধে প্রাকৃতিক নিদর্শন উল্লেখে সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে। ... ...

"আলোচ্য আয়াতগুলির মধ্যে বর্তমান যুগের জন্য কি নিদর্শন আছে তাহা এখন আমরা আলোচনা করিব।

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, ইসলামী ভাষায় এক রাত্রিকে সংকটের এক বছর বা এক শত বছর বা এক হাজার বছর বা তদূর্ধ বর্ষের মেয়াদকালকে বুঝায়। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এক রাত্রিকে এক বছর হিসাবে ধরিয়া হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নবুয়ত জীবনে আলো ও আঁধারের আবর্তনের হুবহু প্রকাশে আলোচ্য আয়াতে নিহিত ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ইহাই ছিল রাত্রির ন্যূনতম মান হিসাবে আলোচ্য আয়াতের সত্যতার নিদর্শন। ইসলামের প্রতিষ্ঠার সময়ে এক রাত্রি এক বছরের হিসাবে পার হইয়া পরবর্তীতে শতের কোঠায় গিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এখন আমরা এক রাত্রিকে শত বর্ষের হিসাবে ফেলিয়া ঘটনার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিব আলোচ্য আয়াতে আমাদের যুগের জন্যও কোন সংবাদ আছে কি?

আলোকের যুগ ঃ

বুখারী হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত রসুল করীম (সাঃ) সুরা বকরের গোড়ার আয়াত পাঠ করিবার সময়ে ইহুদী আবু ইয়াসের স্বীয় অনুচরবর্গ সহ তাঁহার সন্নিকট দিয়া

যাইতেছিল। সে আয়াতগুলি শুনিল। সে ইহুদী আলেমগণের মধ্যে অন্যতম ছিল। সে উল্লিখিত আয়াতগুলি শুনিয়া সোজা ঘরের দিকে রওয়ানা হইল এবং ঘরে পৌঁছিয়া তাহার ভ্রাতা হুঈ ইবনে আখতাবকে এই ঘটনা শুনাইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি স্বকর্ণে হযরত মোহাম্মদ রসুল (সাঃ)-কে এই আয়াতগুলি পড়িতে শুনিয়াছ, না কেহ তোমাকে এই সংবাদ দিয়াছে?" আবু ইয়াসের বলিল, "আমি স্বকর্ণে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) কে এই আয়াতগুলি পড়িতে শুনিয়াছি।" হুঈ তাহাকে বলিল, "এখনি চল, তুমিও আমার সঙ্গে এসো।" অতঃপর সে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর দরবারে হাজির হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল, "আমার ভ্রাতা বলিতেছে যে আপনার নিকট এই আয়াতগুলি ইলহাম হইয়াছে। আমি জানিতে আসিয়াছি, ইহা সত্য কি না?' তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ। এই আয়াতগুলি আল্লাহতায়ালা আমার উপর নাজেল করিয়াছেন।" সে তখন উত্তর দিল, "তাহা হইলে ব্যাপারটি অত্যন্ত সহজ। আপনার উপর ইলহাম হইয়াছে الم। সুতরাং ابجد। (আবজাদের)-হিসাবে— الف।—আলিফের মূল্য—১ لام লামের মূল্য—৩০ ميم মীমের মূল্য—৪০ মোট—৭১ বৎসর হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যদিও আপনি বিজয় লাভ করেন, তাহা হইলেও উহার মেয়াদ হইবে ৭১ বৎসর। যদি এই কয়টা বৎসর আমাদিগকে আপনার গোলামী করিতে হয়, তাহা হইলে ইহা সাধারণ কথা। আমরা ৭১ বৎসর কষ্ট সহ্য করিয়া লইব। ইহার পর আপনার প্রাধান্য থাকিবে না।" ইহার উত্তরে হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলিলেন, আমার উপর আর এক ইলহাম হইয়াছে। উহা হইল المص। সে উত্তরে বলিল, "তাহাতে কি আসিয়া যায়?" الف আলিফের মূল্য—১ لام—লামের মূল্য—৩০ م—মীমের মূল্য—৪০ ص সাদেঁর মূল্য—৯০ মোট—১৬১।

এতদ্বারা আপনার বিজয়কাল মোট ১৬১ বৎসর হয়। ইহা কোন দীর্ঘ সময় নহে।" হযরত রসুল করীম (সাঃ) তখন বলিলেন, আমার উপর ও ইলহাম হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া সে হিসাব করিতে লাগিল:— الف আলিফের মূল্য—১ لام লামের মূল্য—৩০ ر রের মুল্য—২০০ ইহাতে আপনার বিজয় কাল মোট ২৩১ বৎসর হয়। ইহাও কোন দীর্ঘ মেয়াদ নহে।" হযরত রসুল করীম (সাঃ) বলেন, "আমার উপর المر ও ইলহাম হইয়াছে।" ইহা শুনিয়া সে নিজের সঙ্গীগণকে বলিল, "চল আমরা এখান হইতে যাই। ব্যাপার গোলমেলে বোধ হইতেছে। (ফতহুল বয়ান ২৪ পৃষ্ঠা)

উক্ত হাদীস হইতে দেখা যায় যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) ইহুদী আলেমের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করেন নাই, বরং তিনি তাহার কথার সমর্থন করিয়াছেন। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, আক্ষরিক সংকেত শব্দের অন্যান্য তাৎপর্য ছাড়াও উহাদের মধ্যে এমন সব ভাল বা মন্দ ঘটনার ভবিষ্যদ্বানী আছে, যাহা ইসলামের ইতিহাসে প্রকাশিত হওয়া নির্দিষ্ট ছিল। বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই যে মহা ভীতিপ্রদ সংবাদ সমূহে পূর্ণ সুরা রা'দ সংকেতিক অক্ষর চতুষ্টয় المر। দ্বারা আরম্ভ হইয়াছে। অক্ষরগুলির মূল্যায়ন করিলে ২৭১ হয়। الف আলিফের

মূল্য—১ ل লামের মূল্য—৩০ م মীমের মূল্য—৪০ ر, রা'র মূল্য—২০০ | মোট—২৭১

আমি (হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী রা: আ:) উক্ত হাদিস পড়িয়া সুরা রা'দের উপর মনোযোগ করিয়া ইসলামী ইতিহাসের ২৭০ সনের পূর্বাপর ঘটনাবলীর উপর দৃষ্টি দৌড়াইতে লাগিলাম, তখন আমি বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলাম যে ঠিক ২৭১ সনে স্পেনের বাদশাহ পোপের চুক্তি আবদ্ধ হয় যে, বাগদাদের হুকুমতকে ধ্বংস করিবার জন্য পোপ স্পেনের বাদশাহকে সাহায্য করিবে। পরিতাপের বিষয় যে, এক মুসলমান অপর এক মুসলমান বাদশাহকে ধ্বংস করার জন্য এক খৃষ্টান বাদশাহের সহিত তাহার সাহায্য লাভের জন্য চুক্তি আবদ্ধ হইল। অতঃপর বাগদাদের ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া দেখিলাম যে, ২৭২—৭৩ হিজরীতে বাগদাদের হুকুমত কুস্তুন-তুনিয়ার কায়সারের সহিত চুক্তি আবদ্ধ হয় যে, তাহারা মিলিত ভাবে স্পেনের হুকুমতকে ধ্বংস করিবে।

উপরুক্ত দুইটি ঘটনা এরূপ ভয়নাক যে উহাদের আঘাতে ইসলামী শক্তি চিরতরে দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার পূর্বে ইসলামী ঐক্যের এরূপ নমুনা ছিল যে, যখন হযরত আলী (রাঃ) এবং মাবিয়ার মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন রোমের কায়সার মুসলমানগণকে আক্রমণ করিতে মনস্থ করিল। যেহেতু হযরত আলী (রা:)-কে আক্রমণ করিতে পথে মাবিয়ার হুকুমত পড়ে, সেইজন্য কায়সার সুযোগ গ্রহণ করিয়া হযরত আলি (রাঃ)-কে ধ্বংস করিতে মাবিয়ার নিকট সাহায্য প্রেরণের প্রস্তাব দেয়। ইহার উত্তরে মাবিয়া কায়সারকে জানাইয়া দেয় যে, "হযরত আলি (রাঃ)-এর সহিত আমাদের আপোস লড়াইয়ে তুমি মাথা গলাইবার ভ্রান্ত আশায় পড়িও না। স্মরণ রাখিও যেদিন তোমার লস্কর আসিবে, সেদিন সর্ব প্রথম জেনারেল যে হযরত আলী (রাঃ)-এর অধিনায়কত্বে তোমার মোকাবেলায় বাহির হইবে, সে হইবে মাবিয়া। অর্থাৎ আমি যে, শুধু তোমার মোকাবেলায় প্রথম বাহির হইব তাহা নহে, বরং আমি তৎক্ষণাৎ হযরত আলি (রাঃ)-এর নিকট আত্ম-সমর্পণ করিব এবং তাঁহার অধীন হইয়া যাইব।" এই কথা শুনিয়া কায়সার ভয় পাইল এবং মুসলমানগণকে আক্রমণ করার সংকল্প পরিত্যাগ করিল। সে একদিন ছিল যখন মুসলমানগণ আপোসে ঝগড়া করিলেও, দুশমনের মোকাবেলায় তাহারা এক হইয়া যাইত এবং ২৭১ হিজরীতে এক যুগ আসিল, যখন এক মুসলমান হুকুমত রোমের পোপের সহিত এবং আর এক মুসলমান হুকুমত কুস্তুনতুনিয়ার কায়সারের সহিত এই উদ্দেশ্যে চুক্তি আবদ্ধ হইল যে, উভয়েই খ্রীষ্টান শক্তির সাহায্যে পরস্পরের শক্তিকে খর্ব ও ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

انا لله وانا اليه راجعون

'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন'। সুতরাং ২৭১ হিজরীতে মুসলিম শক্তির চরম ধ্বংসের ভিত্তি পত্তন হয়। তখন আমি হাদীস বর্ণিত ইহুদী দুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গির তাৎপর্য এবং হযরত রসূল করীম (সাঃ -এর উহার প্রতিবাদ না করার মর্ম উপলব্ধি করিলাম।"

পুনঃ আমরা দেখিতে পাই যে, কুরআন করীমে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :—

يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون ○ (سورة سجدة ع ١)

'যেভাবে খোদাতায়ালা সদা মানুষের হেদায়েতের জন্য আসমান হইতে যমীনে ব্যবস্থা প্রেরণ ও প্রতিষ্ঠিত করেন, সেইভাবে তিনি আজিও করিবেন এবং ইসলামকে দুনিয়ায় কায়েম করিবেন। কিন্তু যে সেলসেলা হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর দ্বারা কায়েম হইবে, উহা আসমানের দিকে উঠিতে থাকিবে এমন এক দিনের মধ্যে, যাহার দীর্ঘতা এক হাজার বৎসরের সমান হইবে।' এখানে ইসলামের অধঃপতনের কাল এক হাজার বছর হইবে বলিয়া সংবাদ দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে এই মেয়াদের মধ্যে ঈমান এবং ইসলাম আসমানে উঠিয়া যাইবে এবং মানুষের মধ্যে ধর্মহীনতা ছড়াইয়া যাইবে। সুতরাং হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর যামানার জন্য এক রাত্রির অর্থ ছিল এক বৎসর এবং পরবর্তী কালের জন্য এক রাত্রি অর্থ হইল এক শতাব্দী এবং সুরা ফজরে বর্ণিত উপর্যুপরি দশ রাত্রির অর্থ দাঁড়ায় দশ শতাব্দী বা সুরা সেজদায় বর্ণিত এক হাজার বৎসরের একদিন।

কিরূপ সূক্ষ্ম সামঞ্জস্য! হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর নবুওত লাভের নির্বিঘ্ন তিন বৎসরের পর যেমন দশ বৎসরের এক সঙ্কটপূর্ণ যুগ আসিল, তেমনি ইসলামের প্রতিষ্ঠার তিনশত বৎসর পরে ইসলামের উপর দশ শতাব্দী বা এক হাজার বৎসর ব্যাপি এক অধঃপতনের যুগ নির্দিষ্ট ছিল। যেহেতু এই যুগ-পরিবর্তন ২৭১ হিজরী হইতে আরম্ভ হয়। সুতরাং এক হাজার বৎসরের সহিত ২৭১ সাল যোগ দিলে ১২৭১ বৎসর অর্থাৎ মোটামুটি ১৩০০ বৎসর হয়। ইহার মধ্যে ২৭১ বৎসর অর্থাৎ প্রায় তিন শতাব্দী মুসলমানদের উন্নতির যুগ। এবং এই সময়কে হযরত রসুল করীম (সাঃ) 'খয়রুল কুরুন' বলিয়াছেন। ইহার পরবর্তী দশ শতাব্দী ইসলামের জন্য রাত্রি তুল্য।

দশ শতাব্দী অন্তে প্রভাত

যেমন প্রভাত ও দশ রাত্রির কসমের মধ্যে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবনে সংকটময় দশ বছরের পর এক প্রভাতের সুসংবাদ ছিল, তেমনি উহাতে পরবর্তী যুগের জন্যও ইসলামের উপর দশ শতাব্দীর অন্ধকার ও পতনের যুগের পর এক প্রভাত সমাগমের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছে। পবিত্র কুরআন নিম্নলিখিত আয়াতে এই দিকে ইঙ্গিত করিতেছে :

وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون ○ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ○ قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ○ (سبا ع ٣)

"এবং আমরা তোমাকে প্রেরণ করি নাই, পরন্তু সমগ্র মানব জাতির জন্য শুভ সংবাদবহী ও সতর্ককারী রূপে কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তাহা জানে না। এবং তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তুমি যদি সত্যবাদী হও, তাহা হইলে বল, কখন এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হইবে? বল, তোমাদিগকে একদিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে, যাহা হইতে তোমরা এক মুহূর্ত বিলম্ব করিতে বা আগে যাইতে পারিবে না।" (সুরা সাবা, ৩য় রুকু)

ইহা সুস্পষ্ট যে, আঁ-হযরত (সাঃ)-এর কেয়ামত পর্যন্ত বশীর ও নযীর হওয়ার এই অর্থ নহে এবং হইতে পারে না যে, তিনি যুগে যুগে জড় দেহসহ দুনিয়ায় ফিরিয়া আসিবেন এবং বশীর ও নযীরের কাজ করিবেন। বরং ইহার অর্থ এই যে, জগতে তাঁহার প্রতিবিম্বের আবির্ভাব হইবে এবং যখনই গ্লানি ছড়াইয়া পড়িবে তখনই তাঁহার সদৃশ মহাপুরুষ বশীর ও নযীর রূপে খাড়া হইবেন। এইভাবে সদা তাঁহার সত্বা দুনিয়ায় প্রকাশিত হইতে থাকিবে।

সময় সম্বন্ধে উপরে উত্থিত প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :

قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون ساعة و لا تستقدمون ٥

"বল, তোমাদিগকে এক দিনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া যাইতেছে, যাহা হইতে তোমরা এক মুহূর্ত বিলম্ব করিতে বা আগে বাড়িতে আরিবে না। "(সুরা সাবা, তৃয় রুকু)। এখানে আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পুনরায় আবির্ভাবের সময় দেওয়া হইয়াছে এক দিন পরে। সুরা সেজদায় এই একদিনের মেয়াদ দেওয়া হইয়াছে এক হাজার বৎসর। যথা :

"তিনি (আল্লাহ) আকাশ হইতে পৃথিবীর দিকে (শরীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্য) ব্যবস্থা পরিচালনা করেন ও করিতে থাকিবেন। অতঃপর উহা তাঁহার (আল্লাহর) দিকে উঠিয়া যাইবে এক দিনে, যাহা তোমাদের গননায় এক হাজার বৎসর।" (সুরা সেজদা, ১ম রুকু)।

এখানে ইসলামের শিক্ষা ও ঈমান উঠিয়া যাওয়ার মেয়াদকালকে এক হাজার বৎসরের একদিন বলা হইয়াছে। এই মেয়াদকালকেই সুরা ফজরের অন্ধকার দশ রাত্রি অথবা দশ শতাব্দীর বক্র যুগ বলা হইয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত আয়াত মুলে আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর তিরোধানের পর ৩০০ বৎসর ইসলামের উন্নতি হইবে এবং তাহার পর ১০০০ বৎসর ধরিয়া ইসলামের অধোঃগতি হইতে থাকিবে। ইহার পর আবার ইসলামের উপর এক প্রভাতের উদয় হইবে অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পুনঃ বাশারত ও এনযারের রুহানী প্রকাশ ঘটিবে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন :

فلا اقسم بالشفق و اليل و ما وسق و القمر اذا اتسق لتركبن
طبقا عن طبق ٥ (الانشقاق)

"অর্থাৎ যেভাবে তোমরা বলিতে চাহ সেভাবে নহে, বরং আমি সাক্ষ্যস্বরূপ পেশ করিতেছি গোধুলিকে, অতঃপর আমি সাক্ষ্যস্বরূপ পেশ করিতেছি 'কমর' (পূর্ণচন্দ্র) কে যখন উহা পূর্ণ হয়, যে, তোমরা নিশ্চয় পর্যায়ে পর্যায়ে বর্ণিত অবস্থাগুলির মধ্য দিয়া পার হইবে।" (সুরা ইনশিকাক)। অত্র আয়াতে কয়েকটি প্রাকৃতিক নিদর্শনের ভাষায় ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠার পর উহার অধোঃগতি ও পুনঃরুত্থান সম্বন্ধে নিখুঁত ও জবরদস্ত ভবিষ্যদ্বানী করা হইয়াছে।

উক্ত আয়াতে গোধূলি, রাত্রি, রাত্রি যাহা আচ্ছন্ন করে উহা এবং 'কমর' (চন্দ্র) যখন উহা পূর্ণ হয়, নিদের্শনগুলি বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। এগুলির দ্বারা নযুল পরবর্তীকালে ইসলাম পর পর যে সকল অবস্থার মধ্য দিয়া পার হইয়া বিশ্বব্যাপী রূপ ধারন করিবে, তাহা রূপকে বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর তিরোধানের পর তিন শতাব্দী আলোকের যুগ এবং তাহার পর দশ শতাব্দী অন্ধকারের যুগ এবং মোট এই তের শত বৎসরের পরে ইসলামের ধর্মাকাশে আবার প্রভাত দেখা দিবে। কিন্তু এই প্রভাত উপরুক্ত আয়াতে সূর্যোদয়ের দ্বারা না হইয়া চতুর্দ্দশী চন্দ্রের দ্বারা হইবে বলিয়া সংবাদ দেওয়া হইয়াছে। এই চতুর্দ্দশীর চন্দ্রের তাৎপর্য কি ? পবিত্র কুরআনে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-কে

প্রোজ্জ্বল সূর্য বলা হইয়াছে। অপর কোন নবীকে এ আখ্যা দেওয়া হয় নাই। সূর্য নিজের আলোকে আলোকিত এবং অন্যদেরও আলোক দেয়। কিন্তু চন্দ্রের নিজস্ব কোন আলোক নাই। উহার সকল আলো সূর্য হইতে প্রাপ্ত এবং চন্দ্র এই প্রাপ্ত আলোকেই তাপবিহীন করিয়া আমাদিগকে প্রতিফলনের প্রক্রিয়ায় দিয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তমূলে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর তিরোধানের ঠিক তের শত বৎসর পরে এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এক মহা পুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন, যাঁহার নিজস্ব কোন আলোক বা শরীয়ত থাকিবে না এবং যিনি রুহানী সূর্য অর্থাৎ হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর জ্যোতিঃ অর্থাৎ শরীয়ত, শিক্ষা ও আদর্শকে আহরণ করিয়া উহাদের প্রতিফলন অর্থাৎ প্রচারের দ্বারা সারা বিশ্বকে আলোকিত করিবেন। পক্ষান্তরে সুরা সাবার আলোচিত আয়াতমূলে ধর্ম গ্লানিযুক্ত হওয়ার কারণে তিনি ১৩০০ বৎসর পরে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর প্রতিবিম্বে বশীর ও নযীর (সুংবাদদাতা ও সাবধানকারী) হইয়া আসিবেন। সুরা ইনশিকাকের আলোচিত আয়াতের প্রথমেই আল্লাহতায়ালা বলিয়াছেন, মানুষ নানারূপ কল্পনা-জল্পনা করিবে, কিন্তু তাহাদের কল্পনা ভ্রান্ত। যেমন, বর্তমান যামানায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এর আবির্ভাব সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার খেয়ালী ভবিষ্যদ্বাণীর প্রচার দেখা যাইতেছে, যাহার সহিত নবী প্রেরণকারী খোদাতায়ালার এবং তাঁহার রসুল হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর কালামের কোন সম্বন্ধ নাই এবং যেগুলি নিছক ব্যক্তিগত আন্দাজ। এগুলি সবই ভিত্তিহীন। সুরা ইনশিকাকের আলোচিত আয়াতের শেষাংশে আল্লাহতায়ালা জানাইয়াছেন যে, তিনি যে ধারায় বর্ণনা করিয়াছেন ঠিক সেই ধারাতেই চতুর্দ্দশী চন্দ্রের আবির্ভাব হইবে। চতুর্দ্দশীর পরিণত চন্দ্রের আবির্ভাব হয় চতুর্দ্দশীর রাত্রের সূচনাতেই, উহার মধ্যভাগেও নহে বা শেষ ভাগেও নহে। বস্তুতঃ আগমনকারী যথাসময়ে আগমন করিয়াছেন। তিনি সময়ের আগেও আসেন নাই এবং আসিতে বিলম্বও করেন নাই। তিনি হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)। তিনি চতুর্দ্দশ শতাব্দী হিজরীর প্রারম্ভেই ১৩০৬ হিজরীতে ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ হইবার দাবী করেন। চলতি শতাব্দীতে তাঁহার প্রদত্ত সমুজ্জ্বল যুক্তি ও নিদের্শনাবলীর দ্বারা সারা পৃথিবীর আস্তিক ও নাস্তিক সকল জাতির উপর ইসলাম ধর্মের পূর্ণ প্রাধান্য বিস্তার হইয়াছে। অতঃপর পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ শতাব্দীদ্বয়ে জাগতিকভাবে সারা দুনিয়ায় ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। পৃথিবীর সকল মানুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসিবে। পরিণত চন্দ্রের তিথিগুলিতে যেমন দিবারাত্রি পৃথিবীর সর্বত্র সর্বক্ষণ আলোকিত হয়, তদ্রূপ চতুর্দ্দশ হইতে ষষ্ঠদশ পর্যন্ত সারা পৃথিবী ইসলামের সুবিমল আলোকে পূর্ণভাবে আলোকিত হইয়া যাইবে। ইহাই জগতের জন্য ইলাহী তকদীর। ইসলামের সত্যতার জন্য আল্লাহতায়ালা তাই আলোকময় শতাব্দীগুলির কসম খাইয়াছেন। আমাদের আলোচ্য আয়াতে "কমর যখন উহা পূর্ণ হয়" বাক্যের তাৎপর্য ইহাই। এতদ্বারা কেহ ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব পঞ্চদশ বা ষষ্ঠদশ শতাব্দীতেও হইতে পারে বলিতে পারেন না। কারণ আমাদের এ পর্যন্ত আলোচিত আয়াতাবলী হইতে ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে ঠিক হাজার বছরের অন্ধকারের যুগের পরই পূর্ণ চন্দ্রের উদয় হইবে। এই হিসাবে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাবের সময় চতুর্দ্দশ শতাব্দী হয়। খোদাতায়ালা তাঁহার রসুল (সাঃ) এবং বুজুর্গানে-দীন এবং বিভিন্ন ধর্ম-শাস্ত্র প্রদত্ত আলোচিত এবং অনালোচিত বহু প্রতিশ্রুতি আছে, তন্মধ্যে কোথাও প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাবে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর এক বা দুই শতাব্দী বিলম্বিত হওয়ার দূরবর্তী ইঙ্গিতও নাই। [সংক্ষেপিত] (ক্রমশঃ)

হাদিস শরীফ

মানবতার সম্মান, সর্বজনীন গ্রন্থ, দুর্বলের প্রতি স্নেহ, পশুর প্রতি দয়া

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৪৪৫। হযরত আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "এক ব্যক্তি পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহার খুব তৃষ্ণা হইল সে এক কূপে গেল এবং উহাতে নামিয়া পানি পান করিল। সে বাহির হইয়া দেখিল কি, একটি কুকুর 'হপ্ হপ্' করিতেছে এবং ভিজা মাটি পিপাসার তাড়নায় চাটিতেছে। সে মনে মনে বলিল: পিপাসায় এই কুকুরেরও তেমনি কষ্ট হইতেছে, যেমন আমার হইয়াছিল। এই ভাবিয়া সে পুনরায় কুয়ায় নামিল। তাহার মুজা পানি দিয়া পূর্ণ করিল এবং উহা মুখে ধারণ করিয়া উপরে উঠিল। কুকুরকে পানি পান করাইল। আল্লাহ্তায়ালা তাহার এই কাজটি কবুল করিলেন এবং তাহাকে মার্জনা করিলেন।" সাহাবাগণ নিবেদন করিলেন: 'হে আল্লাহ্র রসুল (সাঃ)! চতুষ্পদ জন্তুদিগের প্রতি দয়া করিলেও কি আমরা সওয়াব পাইব?" তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "প্রত্যেক জীবিত প্রাণীর প্রতি দয়ায় সাওয়াব আছে।" অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে: "এক পিপাসিত কুকুর কুয়ার চারিদিকে ঘুরাফেরা করিতেছিল এবং পিপাসায় তাহার প্রাণ যাইতেছিল। হঠাৎ বনি-ইস্রাইলের এক ভ্রষ্টা মেয়েলোক তাহা দেখিয়া জুতা খুলিয়া উহাতে পানি ভরিয়া কুকুরকে পান করাইল। আল্লাহতায়ালা তাহার এই পুণ্যের কারণে তাহাকে মার্জনা করিলেন।" [বুখারী; 'কিতাবুল মাসাওয়াহ্'; 'বাবু সেকাল মা'; ১: ৩১৮ পৃঃ]

৪৪৬। হযরত আবু ইয়ালা শাদ্দাদ বিন আউস রাযিয়াল্লাহু আন্হু বলেন যে, আঁ-সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আল্লাহতায়ালা প্রত্যেককেই নম্র ও দয়ার্দ্র ব্যবহারের আদেশ করিয়াছেন। এমন কি যদি তোমরা কোন জন্তুকে মার, তবে ইহাতেও দয়া প্রদর্শন করিবে। যখন কোন জন্তু জবাই কর, তখন উত্তম ও দয়াপূর্ণ উপায়ে জবাই করিবে। যেমন, ছুরি খুব তীক্ষ্ণ ধারাল করিবে এবং এই প্রকারে তোমার জবাইর জন্তুকে আরাম পৌঁছাইবে।" ['মুসলিম; কিতাবুস্ সাইদে ওয়ায্ যাবায়েহ; 'বাবুল্ আমরু ১-২: ২৫৫ পৃঃ]

৪৪৭। হযরত ইবনে উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "বিড়ালকে কষ্ট দেওয়ায় এক স্ত্রীলোক সাজা পাইয়াছিল। সে ঐ বিড়ালকে আবদ্ধ রাখিয়া মারিয়া ফেলিয়াছিল। খাবারও দেয় নাই, পানিও দেয় নাই। উহাকে ছাড়িয়াও দেয় নাই যাহাতে ভূমি হইতে ইঁদুর প্রভৃতি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিত। এই জুলুমের ফলে তাহাকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল।" ['মুসলিম; 'কিতাবুল হায়াত'; 'বাবু তাহ্রীমু কাৎলিল হির্'হ্'; ২:৪০ পৃঃ]

ইসলামের অবনতি এবং মুসলমানের বিকৃতি

৪৪৮। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

"আমার উম্মতের উপরও ঐ অবস্থা উপস্থিত হইবে, যাহা বনি-ইস্রায়েলের হইয়াছিল। ইহা এরূপ সদৃশ হইবে, যেমন এক পায়ের জুতা অন্য পায়ের জুতার সঙ্গে হয়। এমন কি, যদি উহাদের কেহ তাহার মায়ের সহিত কুকর্ম করিয়া থাকে তবে আমার উম্মতেও এরূপ কোনো দুরদৃষ্ট বাহির হইবে। বনি-ইস্রায়েল বাহাত্তর ফির্কায় বিভক্ত হইয়াছিল এবং আমার উম্মত তিয়াত্তর ফির্কায় বিভক্ত হইবে। কিন্তু এক সম্প্রদায় ব্যতীত বাকী সব আগুনে যাইবে।" সাহাবাগণ (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন: উহা কোন সম্প্রদায়; ইয়া রাসুলাল্লাহ! তিনি (সাঃ) ফরমাইলেন: "ঐ সম্প্রদায় যাহারা আমার এবং আমার সাহাবাগণের (রাযিঃ) "সুন্নত' [অনুবর্তিত নিয়মাচার] পালন করিবে।" ['তিরমিযি; 'কিতাবুল ঈমান; 'বাবু ইফতেরাকু হাযেহিল উম্মাহ; ২:৮৯ এবং জামযুস সাগীর; মিশর সংস্করণ ২: ১১০ পৃঃ]

৪৪৯। হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হজরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

'শীঘ্র এরূপ যামানা উপস্থিত হইবে যে, নাম ছাড়া ইসলামের কিছু বাকী থাকিবে না। অক্ষর বা শব্দ ভিন্ন কুরআনের কিছু বাকী থাকিবে না। অর্থাৎ, আমল খতম হইয়া যাইবে। ঐ সময়কার মানুষের মসজিদগুলি ত বাহ্যতঃ আবাদ বলিয়া দেখাইবে, কিন্তু হেদায়ত হইতে খালি হইবে। তাহাদের উলামা আকাশের নীচে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট প্রাণী হইবে। তাহাদের মধ্য হইতেই 'ফিৎনা' উঠিবে এবং তাহাদের মধ্যেই প্রত্যাবর্তন করিবে।" অর্থাৎ সব মন্দের উৎস তাহারাই হইবে। ['মিশকাত; কিতাবুল ইলম, 'ফাসলুস সালেস; ৩৮ পৃঃ 'কানযুল উম্মাল, ৬:৪২ পৃঃ]

৪৫০। বর্ণিত হইয়াছে যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "আমার উম্মতের উপর একটা যুগ উপস্থিত হইবে উদ্বেগ অস্থিরতার। লোকে তাহাদের উলামার নিকট যাইবে পথ প্রাপ্তির আশায়, কিন্তু তাহারা উহাদিগকে বানর ও শূকরানুরূপ প্রাপ্ত হইবে।" ['কানযুল উম্মাল; ৭: ১৯০]

[হাদিকাতুল সালেহীন গ্রন্থের ধারাবাহিক অনুবাদ]

—এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি॥
যাহা কিছু তিনিই(সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥ [উর্দু দুররে সমীন]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর

অমৃত বানী

হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী আবির্ভূত ঃ
আকাশ হইতে কোন মসীহ অবতীর্ণ হইবেন না ঃ
ভূ-গর্ভস্থ গুহা হইতেও কোন মাহ্‌দী আত্মপ্রকাশ করিবেন না ঃ
তাঁহার আগমনের মহান উদ্দেশ্যাবলী ঃ

"যখন খোদাতায়ালা বর্তমান জামানার অবস্থা দেখিয়া এবং পৃথিবীকে বিভিন্ন প্রকারের পাপাচার, অবাধ্যতা ও পথভ্রষ্টতায় জর্জরিত পাইয়া আমাকে সত্যের প্রচার ও সংস্কারের উদ্দেশ্যে প্রত্যাদিষ্ট করিলেন, এবং এই জামানাও এরূপ ছিল যে ...পৃথিবীর মানুষ তের শতাব্দী হিজরীর অবসানে যখন চৌদ্দ শতাব্দীর শিরোভাগে আসিয়া উপনীত হইয়াছিল, তখন আমি তাঁহার প্রত্যাদেশ পালনে বদ্ধপরিকর হইয়া সর্বসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞাপনাদি, লিখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে এই আহ্বান জানাইতে শুরু করিলাম যে, এই (হিজরী চতুর্দশ) শতাব্দীর মাথায় খোদাতায়ালার তরফ হইতে যে আগমণকারীর কথা নির্ধারিত ছিল সে ব্যক্তি আমিই, যাহাতে ভূ-পৃষ্ঠ হইতে যে ঈমান উঠিয়া গিয়াছে তাহা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করি, এবং খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে শক্তি লাভ করিয়া তাঁহারই হস্তের আকর্ষণে জগতকে পুণ্য, তাকওয়া ও নিষ্ঠা এবং সত্যপরায়ণতার দিকে আকৃষ্ট করি, এবং তাহাদের মধ্যকার বিশ্বাস ও আকীদাগত এবং আমল ও কর্মগত ভুল-ভ্রান্তি সমূহ বিদূরীত করি। অতঃপর যখন এই ভাবে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল, তখন অহী এলাহীর মাধ্যমে আমার নিকট সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত করা হইল যে উম্মতের জন্য আদিকাল হইতে যে মসীহ্‌র আগমনের প্রতিশ্রুতি ছিল এবং সেই আখেরী মাহ্‌দী, যিনি ইসলামের অধঃপতনের যুগে এবং বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতা বিস্তার লাভের জামানায় প্রত্যক্ষরূপে খোদাতায়ালার তরফ হইতে হেদায়েত প্রাপ্ত হইবেন এবং আসমানী সুখাদ্য সম্ভার ('মায়েদা') পুণরায় মানুষের সম্মুখে পেশ করিবেন, যাহার আবির্ভাব এলাহী তকদীর বা বিধানে নির্ধারিত ছিল, যাহার সম্পর্কে আজ হইতে তেরশত বৎসর পূর্বে হযরত রসুল করীম (সাঃ) সুসংসংবাদ দান করিয়া গিয়াছেন সেই মসীহ্ ও মাহ্‌দী আমিই। আল্লাহ্‌তায়ালার পবিত্র ওহী ও এলহাম এবং ঐশী কথপোকথন এত প্রাঞ্জলরূপে ও উপর্যপরি এবং ক্রমাগত ধারায় উক্ত বিষয়ে সংঘঠিত হয় যে, সন্দেহ-সংশয়ের বিন্দুমাত্র অবকাশও রহিল না ; প্রতিটি ওহী যে নাযেল হইয়াছে তাহা যেন ইস্পাতের পেরেকের ন্যায় অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং এই সকল পবিত্র ঐশীবাণী এরূপ মহান ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে পরিপূর্ণ ছিল যাহা প্রকাশ্য

দিবালোকের ন্যায় পূর্ণ ও প্রতিফলিত হইয়াছে। এই সকল বিষয়ের ধারাবাহিকতা ও প্রাচুর্য এবং অলৌকিক ঐশী শক্তি সমূহের বিচিত্র লীলা-খেলা আমাকে ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছে যে উহা ওহ্‌দুহু-লা-শারীক—'একক ও অদ্বিতীয়' খোদার পবিত্র বাণী, কুরআন শরীফ যাঁহার পবিত্র কালাম। আমি এস্থলে তওরাত ও ইঞ্জিলের নাম লইতে চাই না কেননা তওরাত ও ইঞ্জিল প্রক্ষেপকারীগণের হাতে এত বেশী পরিবর্তিত ও বিকৃত হইয়াছে যে বর্তমানে এই গ্রন্থদ্বয়কে খোদার কালাম বলিয়া আখ্যায়িত করা যায় না। মোট কথা, খোদাতায়ালার যে ওহী আমার উপর নাযেল হইয়াছে তাহা এরূপ নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত যে তদ্বারা আমি আমার খোদাকে লাভ করিয়াছি এবং সেই ওহী শুধু আসমানী নিদর্শনাবলীর দ্বারা সমর্থনপুষ্ট হইয়া 'হক্কুল একীন' তথা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের পর্যায়েই উপনীত হয় নাই বরং উহার প্রতিটি অংশ যখন খোদার পবিত্র কালাম কুরআন শরীফের সামনে পেশ করা হইয়াছে, তখন উহার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ প্রতিপন্ন হইয়াছে এবং ইহার সত্যতা নিরূপণের জন্য অজস্র বারিধারার ন্যায় আসমানী নিদর্শনাবলী বর্ষিত হইয়াছে।" (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন ১৯০৩ইং পৃঃ ১-৬)

"আমি এখন শুধুমাত্র আল্লাহতায়ালার উদ্দেশ্যে এই জরুরী বিষয়ে অবগত করাইতে চাই যে, খোদাতায়ালা আমাকে এই চতুর্দশ শতাব্দীর শিরভাগে (১৩০৬ হিঃ সনে) প্রত্যাদিষ্ট করিয়া তাঁহার চিরস্থায়ী দ্বীন-ইসলামের পুনরুজ্জীবন ও সাহার্য্যার্থে প্রেরণ করিয়াছেন, যাহাতে আমি এই বিপদসঙ্কুল যুগে পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্য এবং হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উচ্চ-মর্যাদা ও মহিমা প্রকাশ করি এবং ইসলামের উপর শত্রুগণ যে সব আক্রমণ করিতেছে, তাহা প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে আল্লাহতায়ালা আমাকে যে সকল স্বর্গীয় আলো, কল্যাণ ও অলৌকিক নিদর্শনাবলী এবং স্বীয় পক্ষ হইতে অপার্থিব জ্ঞান দান করিয়াছেন তদ্বারা সকলকে নিরুত্তর করি।

আমি প্রত্যেক মুসলমানের উদ্দেশ্যে উপদেশ স্বরূপ বলিতেছি যে, ইসলামের জন্য জাগ্রত হউন, কেননা ইসলাম মহা বিপদ-গ্রস্ত। ইহার সাহায্য করুন, কেননা ইহা হীনবল ও রিক্তহস্ত। আমি এ উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি এবং আমাকে খোদাতায়ালা কুরআন শরীফের বিশেষ জ্ঞান দিয়াছেন, উহার অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ ও সূক্ষ্ম-তত্ত্বাবলী আমার নিকট সুপ্রকাশিত করিয়াছেন এবং উহার অলৌকিক-ক্রিয়া ও নিদর্শনাবলী দান করিয়াছেন। সুতরাং আমার দিকে ধাবিত হউন, যাহাতে উক্ত নেয়ামত হইতে আপনারা অংশ লাভ করিতে পারেন।

যে মহান সত্তার মুষ্ঠির মধ্যে আমার প্রাণ বেষ্টিত রহিয়াছে তাঁহারই শপথ করিয়া বলিতেছি যে, এরূপ মহা বিপদ-সঙ্কুল শতাব্দীর শিরভাগে যখন ইসলামের বিপদাবলী অতি প্রকট ও দৃশ্যমান, তখন জরুরী ছিল যে আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট কোন সংস্কারক (মুজাদ্দিদ) সুস্পষ্ট দাবী সহকারে আগমন করিতেন। সুতরাং অদুর ভবিষ্যতে আমার কার্য্যাবলীর দ্বারা আপনারা আমাকে সনাক্ত করিবেন। আল্লাহর তরফ হইতে যখনই এরূপ কোন ব্যক্তি আসিয়াছেন, সমসাময়িক উলেমার নির্বুদ্ধিতা ও হঠকারিতা সদা তাঁহার পথে বাধ সাজিয়াছে। পরিশেষে তিনি তাঁহার কার্য্যাবলীর দ্বারাই পরিচিত হইয়াছেন। কেননা কোন কুবৃক্ষ সুস্বাদু ফল আনয়ন করিতে পারে না এবং খোদাতায়ালা অপরকে তাঁহার সেই সকল বরকত ও

কল্যাণ দান করেন না যাহা তাঁহার বিশিষ্ট আপন জনকেই দান করিয়া থাকেন। হে জনগণ! ইসলাম অত্যন্ত ক্ষীণবল হইয়া পড়িয়াছে এবং দ্বীনের শত্রুগণ চতুর্দিক হইতে উহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। তিন সহস্রাধিক আপত্তিও ইসলামের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইয়াছে। এরূপ সময়ে পরম সহানুভূতির সহিত নিজেদের ঈমানী বল প্রদর্শন করুন এবং খোদাতায়ালার বীর পুরুষদের মধ্যে পরিগণিত হউন। ওয়াস সালামু আলা মানেত্‌ তাবায়াল হুদা।"

('বরকাতুদ দোয়া' পৃঃ ২৪—৩৭ সন ১৮৯৩ইং)

"এই জামানার মুজাদ্দিদ কুরআন ও হাদিসে 'প্রতিশ্রুত মসীহ" নামে আখ্যায়িত হওয়া, এই তাৎপর্য বহণ করে বলিয়াই প্রতীয়মান হয় যে, এই মুজাদ্দিদের প্রধান ও মহান কাজ হইবে খ্রীষ্টিয় ধর্মের শক্তি ও প্রধান্যকে ভঙ্গ করা, উহার আক্রমণ সমূহ প্রতিহত করা, উহার কুরআন বিরুদ্ধ দর্শনকে শক্তিশালী যুক্তি-প্রমাণের দ্বারা খণ্ডন করা এবং তাহাদের উপর ইসলামেব যুক্তিকে পরিপূর্ণরূপে কায়েম করা। কেননা এই জামানায় ইসলামের জন্য সব. চেয়ে বড় বিপদ যাহা আল্লাহতায়ালার সাহায্য ব্যতিরেকে অপসারিত হইতে পারে না তাহা হইল ইসলামের উপর খ্রীষ্টানদের দার্শনিক আক্রমণ এবং ধর্মীয় কুট আপত্তি সমূহ যেগুলির উচ্ছেদ ও খণ্ডন করার জন্য খোদাতায়ালার পক্ষ হইতে কাহারো আগমণ জরুরী ছিল।"

('আইনায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ৩৩১, সন ১৮৯৩ ইং)

"আকাশ হইতে প্রতিশ্রুত মসিহ্‌র অবতরণ শুধু একটি মিথ্যা ধারণা। স্মরণ রাখিবে, কেহই আকাশ হইতে অবতরণ করিবেন না। আমাদের যতসব বিরুদ্ধবাদী এখন জীবিত আছেন তাহারা সকলই পরলোক গমন করিবেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহই মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ -কে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবেন না। তারপর তাঁহাদের সন্তানগণের মধ্যে যাহায়া বাঁচিয়া থাকিবে, তাহারাও মরিবে এবং তাহাদেরও কোন ব্যক্তি মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ)-কে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দেখিবেন না। তারপর তাহার সন্তানেরাও মরিবে। তাহারাও মরিয়ম পুত্রকে আকাশ হইতে নামিতে দেখিবে না। তখন তাহাদের হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইবে—'ক্রুশের প্রাধান্যের সময়ও উত্তীর্ণ হইয়াছে, বিশ্ব-পরিস্থিতির রূপান্তর ঘটিয়াছে, কিন্তু মরিয়ম পুত্র ঈসা (আঃ) আজও আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন না?' তখন বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সমবেতভাবে এই বিশ্বাসের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িবেন এবং আজিকার দিন হইতে তৃতীয় শতাব্দী পার হইবে না, যখন ঈসা নবীর অপেক্ষারত—কি মুসলমান কি খ্রীষ্টান, সম্পূর্ণ নিরাশ ও হতাশ হইয়া (আকাশ হইতে অবতরণের) এই মিথ্যা বিশ্বাসকে পরিত্যাগ করিবে এবং পৃথিবীতে তখন একই ধর্ম (ইসলাম) ও একই ধর্ম-নেতা (হযরত মোহাম্মদ সাঃ) হইবেন। আমি কেবল বীজ বপন করিতে আসিয়াছি। অতএব, আমার দ্বার সেই বীজ বপিত হইয়াছে, এখন ইহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে এবং ফল-ফুলে সুশোভিত হইবে। কেহ ইহাকে রোধ করিতে সক্ষম হইবে না।" ('তাযকেরাতুশ-শাহাদাতাইন,' পৃঃ ৬৫, সন ১৯০৩ ইং)

"এ সবই আক্ষেপপূর্ণ অলীক দুঃরাশা, যে গুলি এযুগের ঐ সকল মানুষকে কবরে লইয়া যাইবে। আকাশ হইতে কোন মসীহ্‌ও অবতীর্ণ হইবেন না এবং ভূগর্ভস্থ গুহা হইতে কোন রক্তপাতকারী খুনী মাহ্‌দীও আত্মপ্রকাশ করিবেন না। যে ব্যক্তির আগমণ নির্ধারিত ছিল, তিনি আসিয়া গিয়াছেন।" (তবলীগে রেসালাত দশম খণ্ড, পৃঃ ৮৭০)

অনুবাদ: মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, (সদর মুরুব্বী)।

ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব

ও

হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি

পূর্ণ ও চিরস্থায়ী ধর্ম—একমাত্র ইসলাম ঃ

ধর্ম আবহমান কাল হইতেই মানবজীবনের একটি অপরিহার্য অবলম্বন। হযরত আদম (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার এই প্রবর্তিত ধর্ম ক্রমবিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া পূর্ণ মানব ও পূর্ণতম রসুল হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর মাধ্যমে পূর্ণ ও পরিণত ধর্ম বিধান আল-কুরআনে বিধৃত দ্বীনে-ইসলামের আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অতঃপর উহা স্বীয় দাবী অনুযায়ী কেয়ামতকাল পর্যন্ত মানব-জীবনের জাগতিক, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও প্রগতি মূলক সকল প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে আক্ষরিক ও তাত্ত্বিক স্থিতিশীলতা ও সংরক্ষণের এক চিরস্থায়ী বাস্তব নিদর্শন হিসাবে জগতের বুকে বিদ্যমান রহিয়াছে।

উত্থান ও চরম অধঃপতন ঃ

পবিত্র মক্কার 'পারান' পর্বতমালার পবিত্র হেরা গুহায় কুরআনী ওহীর প্রথম জ্যোতি বিকাশের পর হইতে ২৩ বৎসরের নবুওত-জীবনে অতঃপর খেলাফতে রাশেদা এবং প্রথম প্রায় তিন শতাব্দী কালে জগতের বুকে মহা জাঁকজমকের সহিত কুরআনী শরীয়তের প্রতিষ্ঠার কাজ সাধিত হইয়াছিল। তারপর ভবিতব্য অনুযায়ী মুসলমানদের মধ্যে উহা স্তিমিত হওয়ার ফলে ক্রমশঃ উহাতে ফাটল ধরিতে আরম্ভ করে এবং পরবর্তী এক হাজার বৎসরকালে বিভিন্ন উত্থান-পতনের মধ্য দিয়া হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের চরম আভ্যন্তরীন কোন্দল, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় জরাজীর্ণ অবস্থার এবং পাশ্চাত্যের দাজ্জালী ও ইয়াজ-মাজুজী শক্তি সমূহের অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতীতে দ্বীনে-ইসলামের ধরা-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যাওয়ার উপক্রম হয়।

চতুর্দশ শতাব্দী ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ঃ

ইং ১৮৩১ সনে হিঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত সৈয়দ আহমদ বেরেলভী (রহঃ)-এর বালাকোটে শাহাদত বরণের পর মুসলিম জাহান এক মহান নেতৃত্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। মুসলিম রাজত্ব সমূহ একটির পর একটি করিয়া দাজ্জালী ও ইয়াজুজ-মাজুজী পাশ্চাত্য শক্তিগুলির কুক্ষীগত হইয়া পড়ে। মুগল সাম্রাজ্যের প্রদীপ নিভিয়া যায় এবং ইং ১৮৫৮ সনে ইংরেজরা পেশোয়ার হইতে কলিকাতা পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। ২৬শে মে ১৮৭৯ সনে গন্ধক-চুক্তি অনুসারে আফগানিস্তানের বৈদেশিক বিষয়াদি ইংরাজদের পূর্ণ কর্তৃত্বাধীন বলিয়া স্বীকৃত হয় এবং উহার এক বিস্তীর্ণ এলাকা ইংরাজদের কাছে প্রত্যাহার

করা হয়। ইং ১৮৭৮ সনে ইংরাজরা সিসেলী এবং এশীয় তুরস্কের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে। তেমনিভাবে রাশিয়া তুরস্কের আদ্রানা এলাকা কুক্ষীগত করিয়া ফেলে। ইং ১৮৮০ হইতে ইং ১৮৮৫ সনের মধ্যে এডেন, বাহ্‌রাইন ইত্যাদি এলাকার উপর এবং ইং ১৮৮২ সনে সুদানের উপর বৃটিশ সৈন্যরা চড়াও করিয়া সেখানে ইংরাজ রাজত্ব কায়েম করে। তেমনিভাবে তিউনিসিয়া, আল্‌জেরীয়া এবং মরক্কোর অধিকাংশের উপর ফ্রান্স স্বীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করে। মরক্কোর অবশিষ্টাংশ স্পেন এবং ত্রিপোলী ইটালী দখল করিয়া নেয়। জাঞ্জিবারের সমগ্র ইসলামী রাজ্যটি ইংরাজ ও জার্মানদের মধ্যে ভাগ-বন্টন করা হয়। ইরান রাশিয়ার হাতে একটি ক্ষীণ ও অসহায় শিকারের ন্যায় ছটফট করিতেছিল। আরবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্বগুলি এবং তুরস্কের তথাকথিত রুগ্ন খেলাফতের তৃণশঙ্কু অবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। মোট কথা, সমগ্র মুসলিম জাহানের উপর পশ্চাদপদতা ও অধঃপতনের ঘোর অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছিল। আর উহার সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, দার্শনিক ও ধর্মীয় (খ্রীষ্টান) আন্দোলন সমূহ ইসলামের তৎকালীন জরাজীর্ণ দুর্গের উপর ক্রমাগত এইরূপ শক্তিশালী আক্রমণ হানিয়া চলিয়াছিল যে, প্রতিটি মুসলমানেরই নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ইসলামের উপর বহিরাগত আক্রমন ও আগ্রাসনের মোকাবিলায় মুসলমানদের সর্বস্তরে বিভ্রান্তিপূর্ণ দুরাবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলাম এক অবর্ণনীয় মর্মান্তিক পরিস্থিতি ও চরম সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছিল। মুসলমানগণ নৈরাশ্যের অতল গহ্বরে তলাইয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের তৎকালীন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাগণ ইসলাম এবং মুসলমানদের জন্য মর্সিয়া পাঠ করা ছাড়া মুক্তির কোন পথ খুজিয়া বাহির করিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া পড়িয়াছিলেন। যেমন, তৎকালীন প্রখ্যাত মুস'লম কবি মাওলানা আলতাফ হোসেন হালী ইং ১৮৭৯ সনে তাঁহার রচিত 'মুসাদ্দেসে হালী' কাব্য গ্রন্থে ইসলামের সেই মুমূর্ষ করুণ অবস্থার এক কাতর চিত্র তুলিয়া ধরেন :

"দ্বীন বিদায় লইয়াছে, ইসলাম আর নাই।
ইসলামের শুধু নাম অবশিষ্ট রহিয়াছে।।
ধন নাই, সম্মান নাই, শ্রেষ্ঠত্ব নাই, বিদ্যা নাই।
এক ধর্ম আছে, উহাও শাখাহীন, স্বরহীন।।
বিশেষ রসুলগণের মধ্যে হে বিশিষ্ট রসুল! এখন দোয়ার সময়।
আপনার উম্মতের উপর কল্পনাতীত শোচনীয় সময় উপস্থিত।।"

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ বলিয়াছেন :

"১৮৫৭ সনের সিপাহী বিপ্লব মুসলমানদের সবটুকু সংগঠন ও শৃঙ্খলাকে ছিন্ন-ভিন্ন ও লণ্ড-ভণ্ড করিল এবং তাহাদের সকল বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা ধুলিসাৎ করিয়া দিল।"

(আজাদ, ২৬শে জানুয়ারী, ১৯৫১ইং পৃঃ ২, ক ২)

কবি ডঃ ইকবাল বলেন :

"শোর চলিতেছে, মুসলমান পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়তে চলিছে। আমরা বলি, মুসলমান কোথাও ছিল কি? রূপে রঙে খৃষ্টান তোমরা, সমাজ-সভ্যতায় হিন্দু। এই কি মুসলমান, যাহাদিগকে দেখিয়া ইহুদীরাও লজ্জা পায়?"

ইসলামের শত্রুরা নিজেদের সাফল্য এবং মুসলমানদের দুরাবস্থা ও নৈরাশ্য লক্ষ্য করিয়া এ বিশ্বাসই যেন পোষণ করিতে লাগিল যে, আর কিছুদিনের মধ্যেই ইসলাম নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ পাশ্চাত্য রাজনৈতিক আধিপত্যের ছত্রছায়ায় সমগ্র পাক-ভারত উপমহাদেশের এমন কি আল্লাহ্‌র আদি পবিত্র গৃহ, ইসলামের প্রাণ-কেন্দ্র খানা-এ-কা'বায় (নায়ুযুবিল্লাহ্‌) যীশু খ্রীষ্টের পতাকা উড্ডীন হইবার সময় আসিতে আর বেশী দেরী নাই বলিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এখানে তৎকালীন প্রখ্যাত পাদ্রী ডঃ জন হেনরী বেরুজের লেকচারের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য :

Which has touched with the radiance of the Cross the Lebanon and the Persian mountains, as well as the waters of the Bosphorus and which is the sure harbirger of the day when Cairo and Damascus and Theheran shall be the Servants of Jeshus and when even the Solitudes of Arebia shall be pierced and Christ in the person of His disciples shall enter the Kaba of Mecca and the whole truth shall at last be there spoken. (Lectures on Chritianity—The world wide Religion, 1805-97 by John Henry Burrows, P-42)

খ্রীষ্টান প্রচার ও প্রভাবে শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশেই সেই কালের প্রায় ১৩ লক্ষ মুসলমান খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে বহু উলেমাও ছিলেন। আগ্রা জামে-মসজিদের ইমাম 'মাওলানা' ইমাদুদ্দিন খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর 'পাদ্রী' ইমাদুদ্দিনে পরিণত হইয়া ইং ১৮৮০ সনে তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত "তালীমে মুহাম্মদী" গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন যে, 'একশত বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষে কেহ যদি কোন মুসলমানকে খুজিয়াও দেখিতে অভিলাষী হয়, তাহার সেই অভিলাষ অপূর্ণ থাকিয়া যাইবে।'

উল্লেখ্য যে, পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও দার্শনিক আক্রমণাত্মক আগ্রাশন ব্যতীত তৎকালীন হিন্দুরাও সুবর্ণ সুযোগ মনে করিয়া নিজেদের বিভিন্ন ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলনের মাধ্যমে (যেমন আর্য সমাজ, ব্রাহ্ম সমাজ ইত্যাদি) ইসলামের বিরুদ্ধে অকল্পনীয় অশ্লীল ভাষা ও পদ্ধতিতে আক্রমণ হানা শুরু করে, যাহা তৎকালীন ইতিহাসে সম্পূর্ণই সংরক্ষিত আছে।

আশার আলো ঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ঃ

মুসলমানদের উল্লিখিত করুণ ও বিপদ-সঙ্কুল অবস্থার মধ্য দিয়া চতুর্দশ শতাব্দীর আগমন ধর্মগত বিশ্বাসের দিক দিয়া এক বিরাট গুরুত্ব বহন করিতেছিল। কেননা ইসলামের শিয়া-সুন্নী সকল ফেরকার সর্বসম্মত আকীদা এই যে, ইসলামকে সকল আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া সারা বিশ্বে উহাকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে, মুসলমানদের নৈতিক ও ধর্মীয় জীবনে

প্রকৃত ঈমান ও সৎকর্মের এবং সংহতির রুহ্ ফুকিবার জন্য পবিত্র কুরআন ও হাদিস এবং পূর্ববর্তী ইমাম ও শীর্ষস্থানীয় মনীষীগণের স্পষ্ট উক্তি ও অভিমত মূলে হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে অথবা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালেই প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটিবে এবং তাঁহার আগমনে চির আকাঙ্খিত খেলাফত ব্যবস্থারও পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইবে। [দেখুন মেশকাত শরীফ, বাবুল ইন্‌যার ওততাহ্‌যীর, মুজ্‌তবাই ; 'বেহারুল আনোয়ার' গ্রন্থের ১৩ তম খণ্ড]

কুরআন শরীফের আলোকে ঃ

সুতরাং সুরা সিজদার প্রথম রুকুতে আল্লাহ্ পাক বলিয়াছেন : "আল্লাহ্ আকাশ হইতে পৃথিবীর বুকে আল-আমর (তথা কুরআনী শরীয়ত) সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন ; ইহার পর তোমাদের গণনা অনুযায়ী এক হাজার বৎসরের এক দিন (তথা সময়ে) উহা আকাশের দিকে উঠিয়া যাইবে।" অর্থাৎ উক্ত সময়ে উহা শুধু অক্ষরেই সংরক্ষিত থাকিবে; মানুষ উহার শিক্ষা ভুলিয়া যাইবে, উহার অনুশাসন মানিয়া চলিবে না।

সহী বুখারী ও মুসলিম ইত্যাদি হাদিস গ্রন্থে আসিয়াছে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "আমার শতাব্দী সর্বোৎকৃষ্ট শতাব্দী ; তারপর উহার সন্নিহিতগণের শতাব্দী ; তারপর উহার সন্নিহিতগণের শতাব্দী ; তারপর মিথ্যা ছড়াইবে।"

উক্ত হাদীসে বর্ণিত প্রথম উৎকৃষ্ট শতাব্দীত্রয় হইল আয়াতে বর্ণিত কুরআন প্রতিষ্ঠার যুগ ; উহা অতিবাহিত হইলে মিথ্যা ছড়াইবার অর্থাৎ 'তারপর কুরআন আকাশের দিকে উঠিয়া যাইবে—আয়াতাংশ সম্পর্কিত এক হাজার বৎসরের যুগ শুরু হয়। ইহাকে অন্যান্য হাদীসে 'ফাইজে আওয়াজ' বা বক্র যুগ বলা হইয়াছে এবং ঐ যুগে ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী দ্বীনে ইসলামের সুপ্রভাব মানবহৃদয় হইতে ক্রমশঃ উঠিয়া যায় এবং ঈমান ধরা-পৃষ্ঠ হইতে সুরাইয়া নক্ষত্রে চলিয়া যায় (বুখারী শরীফ)। সুতরাং ইসলামের প্রথম উৎকৃষ্ট তিন শতাব্দীকে উল্লিখিত এক হাজার বৎসরকালের বক্র যুগের সহিত যোগ করিলে (৩০০+১০০০—১৩০০) তের শত বৎসর দাঁড়ায়। ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় বা প্রারম্ভেই ঈমানকে পুনরায় ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠাকারী প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল। সুতরাং সুরা জুমার প্রথম রুকুতে وآخرين منهم لما يلحقوا بهم — "ওয়া আখারীনা মিনহু লাম্মা ইয়ালহাকু বিহিম"। অর্থাৎ, 'হযরত নবী আকরাম (সাঃ) পরবর্তী অন্য লোকদের মধ্যে পুনঃ আবির্ভূত হইয়া কুরআন শিক্ষা দিবেন, যাহারা সাহাবাগণের সহিত এখনও মিলিত হন নাই'—উক্ত আয়াত সম্পর্কে সাহাবা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া উহার ব্যাখ্যা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) বুখারী শরীফে বর্ণিত হাদিসে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন :

لو كان الايمان معلقا بالثريا لنالة رجل من هؤلاء

"পারশ্য বংশীয় এক ব্যক্তি সপ্তর্ষি মণ্ডলে চলিয়া যাওয়া ঈমান ধরা-পৃষ্ঠে পুনরায় নামাইয়া আনিবেন।" (বুখারী ,কেতাবুত-তফসীর)।

এই মহা পুরুষের আগমনকেই উক্ত হাদিসে হযরত নবী করীম (সাঃ) সুরা জুমার ১ম রুকুতে বর্ণিত তাঁহার "দ্বিতীয় আগমন' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং অপরাপর হাদিসে তাঁহাকে ইমাম মাহ্‌দী ও প্রতিশ্রুত মসীহ্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, যিনি তাঁহার পূর্ণ আধ্যাত্মিক সন্তান ও পূর্ণ আত্মিক প্রতিবিম্ব (বরুজ) হইবেন যিনি তাঁহার দ্বীনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও সারা বিশ্বে জয় যুক্ত করিবেন। তাঁহার আবির্ভাবের নির্দিষ্ট যুগ উল্লেখিত কুরআনী যুক্তি প্রমাণে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগ বা প্রারম্ভকাল বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে।

হাদিস শরীফের আলোকে ঃ

প্রখ্যাত আহলে-সুন্নত ইমাম হযরত মুল্লা আলী. কারী (রহঃ) বলিয়াছেন :

و يحتمل ان يكون اللام فى الما تين بعد الالف و هو وقت ظهور المهدى

"মাহদী সম্পর্কিত লক্ষণ সমূহ দুইশত বৎসর পর প্রকাশিত হইবে"—মেশকাত শরীফে বর্ণিত হাদিসটির অর্থ এই বুঝায় যে. নবী করীম (সাঃ)-এর হিজরত কাল ইহতে এক হাজার বৎসর অতিক্রম হওয়ার পর আরও দুইশত বৎসর অতিবাহিত হইলে অর্থাৎ বার শত বৎসর পর নির্দিষ্ট লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইবে, এবং উহাই ইমাম মাহদী (আঃ) যাহির হওয়ার সময়।"

(মেশকাত, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৮৫ এবং মিশকাত, পৃঃ ২৭১)

হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর আর একটি হাদিস বর্ণিত হইয়াছে যাহা আন-নাজমুসসাকেব' গ্রন্থে আল্লামা আব্দুল গফুর (রহঃ) লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ

عن حذ يفة ابن يمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا مضت الف و ما تتان و اربعون سنة يبعث الله المهدى

হযরত হুজায়ফা বিন ইয়ামান হইতে বর্ণিত রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলিয়াছেন যে, "যখন ১২৪০ বৎসর (বাদ হিজরত) অতিক্রান্ত হইবে, তখন আল্লাহতায়ালা ইমাম মাহদীকে পাঠাইবেন।" (আল-নজমুস সাকেব, ২য় খণ্ড, ২০৯ পৃঃ)। উক্ত হাদিসেও আবির্ভাবকাল স্পষ্টতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষকাল বা চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগকেই নির্দেশ করা হইয়াছে।

বুজুর্গানে-উম্মতের সর্বসম্মত অভিমতের আলোকে ঃ

পবিত্র কুরআন ও হাদিসের মূলে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাবের জন্য হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ অথবা হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের উপরই তেরশত বৎসরব্যাপী সর্বসম্মতক্রমে উম্মতের রব্বানী উলামা এবং বুজুর্গানের দৃষ্টিও নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং এপ্রসঙ্গে অগণিত উদ্ধৃতির মধ্যে মাত্র কয়েকটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল :

ইমাম মাহদীর আবির্ভাব সম্পর্কে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আগমনের দশ বৎসর পূর্বে এক প্রখ্যাত আলেম নবাব সিদ্দীক হাসান খান ভুপালভী হিঃ ১২৯১ সনে প্রকাশিত 'হুজ্জাজুল কেরামাহ ফি আসারিল কিয়ামাহ" প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছিলেন :

"চতুর্দশ শতাব্দী আরম্ভ হওয়ার পথে পূর্ণ দশ বৎসর কাল অবশিষ্ট রহিয়াছে। যদি মাহদী ও প্রতিশ্রুত মসীহ ইতিমধ্যে যাহির হন, তাহা হইলে তিনিই চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও মুজতাহিদও হইবেন।" ('হুজাজুল কেরামাহ, পৃ ১৩৯)

উক্ত গ্রন্থের ৩৭৫ পৃষ্ঠায় তিনি আরো লিখিয়াছেন, 'জানা উচিত যে, চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হইবে।"

"মোট কথা, চতুর্দশ শতাব্দীর মাথায় ইমাম মাহদীর আবির্ভাব দৃঢ় সম্ভাবনাপূর্ণ।"
(হুজাজুল কেরামা, পৃষ্ঠা ৫২)

দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ও মুসলিম রেনেসাঁর অগ্রনায়ক হযরত ওলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) তাঁহার প্রণীত 'তাফহীমাতে রাব্বানীয়া' গ্রন্থের ২য় খণ্ড ১২৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, 'আমাকে আমার রব্ আল্লাহ জাল্লা-শানুহু জানাইয়াছেন যে, ইমাম মাহদী আবির্ভূত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।" তেমনিভাবে তিনি বলিয়াছেন যে, আল্লাহ তাঁহাকে আরও জানাইয়াছেন যে, "ইমাম মাহদা (আঃ)-এর জন্মকাল হইবে হিজরী ১১৬৮ (অর্থাৎ চতুর্দশ শতাব্দীর শীরোভাগে তিনি আবির্ভূত হইবেন)।" (হুজাজুল কেরামাহ : পৃঃ ৩৭৪)

উলামা ও অলি-আল্লাগণের ঐক্যমত যে, ইমাম মাহদী হিজরী ত্রয়োদশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই আবির্ভূত হইবেন।" (হুজাজুল কেরামাহ পৃঃ ৩৯৪)

হযরত শাহ আব্দুল আজিজ (রহঃ) তাঁহার রচিত 'তোহফা ইসনা আশারীয়া' গ্রন্থে এবং হযরত ইসমাইল শহীদ (রহঃ) 'আরবাইন' গ্রন্থে লিখিয়াছেন :

'ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরে পরেই ইমাম মাহদীর আগমন অপেক্ষা করা উচিত।'

হযরত মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (হিঃ ৬২৮ সালে মৃত্যু) বলিয়াছেন :

অর্থাৎ ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হিজরতের পর খে, ফে, জিম (خ-ف-ج) অতিক্রম করিলে সংঘটিত হইবে।" অর্থাৎ—আবজাদ শাস্ত্র অনুযায়ী অংকের হিসাবে মূল্যায়ন বা পরিমাণ দাঁড়ায় ৬০৮ এবং এবং খে, ফে, জিম অক্ষরগুলির পরিমাণ হয় ৬৮৩। এমতে ইবনে আরাবী (রহঃ)-এর উক্ত বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব ৬০৮+৬৮৩ =হিঃ ১২৯১ সনে সংঘটিত হইবে। (মুকাদ্দামা ইবনে খলদুন পৃঃ ৩৫৪—মৌলানা সাইদ হাসান, ফাজেলে ইলাহিয়াত কর্তৃক সম্পাদিত 'আহসানুল মাতাবেয়ে' মুদ্রণালয়, করাচী কর্তৃক প্রকাশিত)।

প্রায় আট শত বৎসর পূর্বে এক জন সাহেবে-কাশফ বুজর্গ হযরত নে'মাতুল্লাহ ওলী (রহঃ) তাঁহার প্রসিদ্ধ ফারসী কসীদায় আখেরী যুগের ঘটনাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে 'গাইন-রে" অর্থাৎ হিজরী বার শতাব্দীর পর গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংঘটিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়া বলেন :

"মাহদী ও ঈসায়ে দওরাঁ— হার দো রা শাহ্‌সওয়ার মিবীনাম।"

অর্থাৎ—"সেই সময়ে মাহদী ও ঈসা উভয়কে আমি একজন আশ্বারোহী রূপে দেখিতে পাইতেছি। ['আরবাইন ফি আহওয়ালেল মেহদিয়ীন'—হিঃ ১২৬৮ সালে হযরত ইসমাইল শহীদ প্রণীত গ্রন্থে সন্নিবেসিত উক্ত কসীদার প্রমাণ্য ভাষ্য, 'মকতাবা পাকিস্তান' কর্তৃক প্রকাশিত]

তেমনিভাবে মুজাদ্দিদ আলেফে-সানী হযরত আহমদ সারহেন্দী (রহঃ) হযরত আল্লামা আল-শা'রানী [হিঃ ৯৭৫ ওফাত প্রাপ্ত] এবং আরও অসংখ্য বিশিষ্ট আলেম এবং অলি-আল্লাগণ পবিত্র কুরআন ও হাদীস এবং আল্লাহ প্রদত্ত স্বীয় জ্ঞান ও ইলহাম মূলে সর্ববাদি সম্মতরূপে বলিয়া গিয়াছেন যে, ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভাব হইবে হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে।

আল্লামা নওয়াব আবুল খাইর নুরুল হাসান খান হিঃ ১৩০১ সনে তদীয় গ্রন্থ 'ইকতেরাবুস-সায়া' ২২১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছিলেন :

"এই হিসাবেই মাহদী (আঃ)-এর আবির্ভার ত্রয়দশ শতকে হওয়া উচিত ছিল কিন্তু উক্ত শতক যদিও সম্পূর্ণ অতিবাহিত হইল, তবুও মাহদী আবির্ভূত হইলে না। এখন চতুর্দশ শতাব্দী আমাদের মাথায় উপস্থিত। এই শতাব্দী হইতে অত্র পুস্তক লেখা পর্যন্ত ছয় মাস অতিক্রান্ত হইয়াছে। হয়ত আল্লাহতায়ালা আপন ফজল ও আদল এবং রহম ও করম বর্ষণ করিবেন, আর চার ছয় বৎসরের মধ্যেই মাহদী (আঃ) আবির্ভূত হইয়া যাইবেন।"

"এখন হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর শুভ সূচনা ঘটিয়া গিয়াছে, চতুর্দিকে আচ্ছন্ন ফেৎনা-ফসাদ ও বিশৃঙ্খলার দুঃসংবাদে কান ভরিয়া গিয়াছে! অপেক্ষা করুন আর দেখুন, পরিণামে কি ঘটে, আমাদের ক্ষুৎ-পিপাসা-ক্লিষ্ট অবস্থা কি রং ও রূপ পরিগ্রহ করে?" [উল্লিখিত গ্রন্থের পৃঃ ২২১]

বস্তুতঃ আল্লাহতায়ালা তাঁহার অবশ্যম্ভাবী ওয়াদা অনুযায়ী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ)-কে চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে—হিঃ ২২৯৩ সনে মুজাদ্দিদরূপে, আত্মার উহার প্রারম্ভকাল হিঃ ১৩০৬ সনে প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হিসাবে প্রত্যাদিষ্ট করিয়া ইসলামের সকল ভবিষ্যদ্বাণী ও ভবিতব্য পূর্ণ করিলেন। তিনি হিঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে—হিঃ ১২৫০ সনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার সত্যতার সপক্ষে কুরআন মজিদ, হাদিস শরীফ এবং অন্য ধর্মগ্রন্থের আলোকে বিদ্যমান শত শত যুক্তি-প্রমাণ এবং একই রমজান মাসের নির্দিষ্ট তারিখদ্বয়ে চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণ সংঘটিত হওয়া সহ সহস্র সহস্র স্বর্গীয় নিদর্শনের মধ্যে একটি প্রকাশ্য নিদর্শন ইহাও যে সময় ও যুগের অবস্থা তাঁহার আবির্ভাবের সত্যতা সাব্যস্ত করিয়াছে এবং প্রতিদিন উদীয়মান সূর্য এই বিষয়টিকে উজ্জলতর করিয়া চলিয়াছে। আর নির্ধারিত সময়ে তাঁহার আগমনের পর যখন পূর্ণ চতুর্দশ শতাব্দীও গত হইতেছে, তখন ইহার উজ্জলতা প্রবল শক্তিতে প্রমাণ করিতেছে যে, জগতের জন্য এই বাস্তবতাকে পরম কৃতজ্ঞতার সহিত অনতিবিলম্বে স্বীকার করিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। পবিত্র কুরআন, হাদিস এবং অপরাপর সকল ধর্ম-গ্রন্থের সকল ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই যুগে যে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল, তিনি হইলেন একমাত্র হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ)। নির্ধারিত সময়ে আল্লাহতায়ালার প্রত্যাদিষ্ট মসীহ ও মাহদী এবং সকল ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হিসাবে একমাত্র তিনিই জগতের বুকে দণ্ডায়মান এবং তাঁহার জামাত ঐশী খেলাফতের নেতৃত্বাধীনে অবিচল থাকিয়া যুক্তি-প্রমাণ ও ঐশী নিদর্শনাবলীর দ্বারা সারা বিশ্বে ইসলামের শিক্ষা, আদর্শ ও সৌন্দর্যের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার রাজপথে ক্রমঅগ্রসরমান।

উম্মতের সর্বসম্মত আকিদা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে তিনি ছাড়া আর কে দাবী করিয়াছেন? আর কাহার দাবী কার্য, সাফল্য ও সত্যতার জ্বলন্ত নিদর্শনাবলী সহকারে টিকিয়া আছে?

চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ এবং ইমাম মাহ্‌দী হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আঃ) বলেন: "মুসলমানগণের মধ্যে এক হাজারেরও অধিক সংখ্যক সাহেবে-কাশ্‌ফ বুজুর্গান তাঁহাদের কাশ্‌ফ ও অভিজ্ঞান মূলে এবং খোদাতায়ালার কালামের দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ পূর্বক সর্বসম্মতক্রমে বলিয়া গিয়াছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্‌ ও মাহ্‌দীর আবির্ভাব চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগকে কখনও এবং কোন অবস্থাতেই অতিক্রম করিবে না। 'আহ্‌লে-কাশফ' (দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন) ওলি-আল্লাগণের এরূপ এক বিপুল সংখ্যক দল—যাহাদের মধ্যে পূর্ববর্তীগণ ও পরবর্তীগণও শামিল—তাঁহারা সকলেই কি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হইতে পারেন? তাহা কখনও সম্ভব নয়।" (তোহ্‌ফায়ে গোলড়াভিয়া পৃঃ ১৪)

হযরত মির্যা সাহেব বলিয়াছিলেন: "ওয়াক্ত থা ওয়াক্তে মসীহা না কিসি আওর কা ওয়াক্ত। ম্যায় না আতা তো কোই আওর হি আয়া হোতা!!"

অর্থাৎ—'এই সময় শুধু মসীহ্‌ ও মাহ্‌দীর আগমনের জন্যই নির্ধারিত ছিল। আমি যদি না আসিতাম, তবে অন্য কেহ নিশ্চয় আসিতেন।।'

প্রতিশ্রুত লক্ষণ ও নিদর্শনাবলীর আলোকে ঃ

* ১৮৯৪ইং মোতাবেক ১৩১১হিঃ-এর পবিত্র রমজান মাসে হাদিস শরীফে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর সত্যতার অকাট্য নিদর্শন হিসাবে নির্দিষ্ট তারিখদ্বয়ে চন্দ্র-গ্রহণ ও সূর্য-গ্রহণ ঘটিল।
* পুচ্ছবিশিষ্ট তারকা হিঃ ১২৯৮ সনে ছয় মাসব্যাপী উদিত হইতে থাকিল।
* নিত্য নতুন যানবাহন—রেল-গাড়ী, জাহাজ, মোটর-গাড়ী ইত্যাদি আবিষ্কারে মরু-জাহাজ উষ্ট্র বেকার হইল।
* নদ-নদী চিরিয়া বিশ্বের বুকে অসংখ্য খাল-নহর খনন করা হইল।
* অগণিত পাহাড় পর্বত উড়াইয়া সমতল করা হইল।
* পৃথিবীর মানুষ সকল প্রকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে পরস্পর মিলিত হইল।
* মুদ্রণ-শিল্পের আবিস্কার ও উন্নয়নে পত্র-পত্রিকা ও প্রচার-ব্যবস্থা বিস্তার লাভ করিল।
* বন্য পশু চিড়িয়াখানায় একত্রিত করা হইল।
* নারী নির্যাতনের প্রশ্ন সোচ্চার হইল।
* পশ্চাদপদ মানবগোষ্ঠী উন্নতি লাভ করিল।
* সকল প্রকারের নৈতিক বিকার ও অধঃপতন ঘটিল।
* যুদ্ধ-বিগ্রহ চরম পর্যায়ে বিস্তার লাভ করিল।
* ধর্মহীনতা ও চরম ধর্মীয় মতবিরোধের শিকার হইয়া মুসলমাগণ ৭২ ফিরকায় বিভক্ত হইল।
* প্রচণ্ড প্রচণ্ড ভূমিকম্প ও প্লাবন দেখা দিল।

* প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটিল।
* ইয়াজুজ ও মাজুজ (ইউরোপ-আমেরিকা ও রাশিয়া) জগতের বুকে আধিপত্য বিস্তার করিল।
* আকাশে জীবিত ভাবিয়া ঈসা নবীকে আল্লাহর পুত্র বলিয়া জঘন্য মিথ্যা আকীদা পোষণ ও প্রচারকারী খ্রীষ্টান-রূপী দাজ্জাল জগৎব্যাপী বাহির হইল।
* হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের ধারালো তলোয়ার এবং জ্বলন্ত নিদর্শনাবলীর স্বর্গীয় অস্ত্র প্রয়োগে জামাতে আহমদীয়া কর্তৃক সারা বিশ্বে ক্রুশীয় মতবাদের মূলোৎপাটন সহ অন্যান্য সকল ধর্ম ও মতবাদের উপর ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া চলিল।
* আরবদের উপর বিপদাবলী পতিত হইয়া হাদিসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ পূর্ণ হইল।
* দাজ্জালের সাহায্যে ইহুদীরা পেলেষ্টাইনে একত্র হওয়া সম্পর্কিত কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল।
* বয়তুল্লাহ শরীফের হজ্ব পালনের পথ বন্ধ করা হইল।
* হাদীস শরীফ এবং বুজুর্গানের গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ অনুযায়ী মক্কা ও মদীনা এবং দামেস্কের ঠিক পূর্ব দিকে অবস্থিত, বিয়াস বা বিপাশা নদীর পরপারে কাদেয়া অর্থাৎ কাদিয়ান গ্রামে শুভ্র মিনারার নিকট, হিঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে—হিঃ ১২৫০ সালে, পারশ্য-বংশভূত জমিদার পরিবারে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ (আঃ) ভগ্নি সহ অমজ জন্মগ্রহণ করিয়া চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে—হিঃ ১৩০৬ সনে আল্লাহ্ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী হওয়ার দাবী সহ ইসলামকে জীবন্ত ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম সাব্যস্ত করার এবং উহার বিরুদ্ধে সকল আক্রমণ প্রতিহত করার মহান ঐশী অভিযানে আত্মনিয়োগ করিলেন।
* হযরত ইমাম মহদী (আঃ)-এর প্রতিষ্ঠিত জামাত প্রকৃত ঈমান ও আমলের বলে বলিয়ান হইয়া, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁহার তিরোধানের পর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত খেলাফত ব্যবস্থাধীনে স্বর্গীয় সাহায্যে সারা বিশ্বে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের রাজপথে ক্রমগ্রসরমান হইল।
* পৃথিবীর বুকে বর্তমানে তাহাদের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।
* তাহারা বিশ্বের প্রায় ৫০টি দেশে ইসলামের অসংখ্য প্রচার-কেন্দ্র স্থাপন করিয়া ইসলামের পবিত্র বাণীকে গৌরবান্বিত করিয়া চলিয়াছেন।
* তাহারা এপর্যন্ত ইয়োরোপ, আমেরিকা ও আফ্রিকায় ৫১২টি মসজিদ, ৬২টি স্কুল-কলেজ ও বহু সংখ্যক হাসপাতাল স্থাপন করিয়া মানব-সেবা ও ইসলামের আলো বিতরণের পবিত্র কাজে বিস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে আত্মনিয়োজিত রহিয়াছেন।
* তাহারা আন্তর্জাতিক ভাষা এ্যাম্পারেন্টো সহ ২০টি প্রধান প্রধান ভাষায় কুরআন শরীফের তরজমা ও তফসীর অগণিত সংখ্যায় প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন।
* ইউরোপ-আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ছাড়াও যে সকল দেশে ইসলামের বাণী পূর্বে কখনও গিয়া পৌঁছিতে পারে নাই—তাহারা সেই স্কেণ্ডেনেভিয়ান দেশগুলিতেও (অর্থাৎ ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়েতে) তিনটি মসজিদ স্থাপন করিয়াছেন।

* স্পেন, যেখানে ইসলামের গৌরব প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে খ্রীষ্টানদের পাশবিক শক্তির হাতে সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত ও নিশ্চিহ্ন হইয়াছিল সেখানে হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ৯ই অক্টোবর ১৯৮০ইং পুনরায় জামাতে আহমদীয়ার খলীফা স্বয়ং উপস্থিত হইয়া নিজ হস্তে করটোভা শহরের নিকটে প্রথম মসজিদের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিলেন।

* হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতার যাবতীয় লক্ষণ পূর্ণ করিয়া সকল নিদর্শনে সমুজ্জল হইয়া হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি ঘটিতে চলিয়াছে। এখনও কি আর অন্য কাহারো অপেক্ষায় বসিয়া থাকা খাঁটী ঈমানদার মুসলমানগণের পক্ষে শোভা পায়? সকল দুর্বলতা কাটাইয়া অন্ধ গতানুগতিকতা এবং দাজ্জালী ধোঁকার ধূম্রজাল ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া প্রিয় মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর হুকুম অনুযায়ী বরফের পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিয়াও হযরত ইমাম মাহদীর নিকট পৌঁছিয়া তাঁহার হাতে বয়েত গ্রহণ করা ও ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারে আল্লাহ্ প্রবর্তিত কাজে সহায়ক হওয়া এবং রসুলুল্লাহ (সাঃ-এর পক্ষ হইতে তাঁহার প্রিয় মাহদীকে দেওয়া সালাম পৌঁছানো কি প্রতিটি মুসলমান ভাই-বোনের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য নয়?

আজ হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে হিংসা-বিদ্বেষ, ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত-সংঘর্ষপূর্ণ বিশ্ব পরিস্থিতি ও ঐশী-ইঙ্গিতে পরিচালিত ঘটনা-প্রবাহের মধ্য দিয়া এই শুভ-চেতনা ও উপলব্ধি-অতি মূল্যবান যে, ইসলাম এবং উহার আদর্শবাদী জনগোষ্ঠীর কল্যাণ ও সাফল্যের উৎস শুধু বাহ্যিক শক্তি বা কোন পার্থিব সম্পদ যেমন পূর্বেও কখনও ছিল না, তেমনি বর্তমান যুগেও তাহা হইতে পারে না। তেমনি ভ্রাতৃত্বের ডাকে ঐক্য ও সংহতির ভিতও কোন পার্থিব সম্পদ ও শক্তির উপর রচিত হইতে পারে নাই, হইতে পারেও না। ইহা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হইতে পারে এক মাত্র পবিত্র কুরআন-হাদিসে দেওয়া আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁহারই দ্বারা রচিত ভিতের উপর; এবং তাহা হইল সেই স্বর্গীয় সংগঠন যাহা আল্লাহতায়ালা তাঁহার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী হযরত ইমাম মাহদী আলাইহেস সাল্লামের আবির্ভাবের মাধ্যমে নিজে কায়েম করিয়াছেন। বাহ্যিক সম্পদ ও শক্তি ছাড়াও পাশাপাশি এই স্বর্গীয় উৎস ও ভিত বিশ্বমানবের কল্যাণ ও স্বার্থে অত্যাবশ্যকীয়

পরিশেষে, আমাদের কাতর প্রার্থনা এই যে, আল্লাহতায়ালার বিশেষ ফজল ও করমে হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি যেন মুসলিম-জাহান তথা সারা বিশ্বমানবের জন্য কল্যাণ, শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ সুগমের এবং ইসলামের প্রাধান্য বিস্তারের প্রতিশ্রুত শতাব্দী হিঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শুভাগমনের কারণ ঘটায়। ইসলামের প্রকৃত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সারা বিশ্ব মানব যেন 'রহমাতুল্লিল-আলামীন' হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর পতাকা তলে একত্রিত হয়। আমীন।

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী

খোদার পরে মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রেমে আমি বিভোর।
ইহা যদি কুফর হয়, খোদার কসম আমি শক্ত কাফের।। [ফারসী দুররে সমীন]

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর সত্যতা

মূল : হযরত মীর্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর—৫৬)

প্রথম মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে হযরত মীর্যা গোলাম আহমদ, প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদী (আঃ), এর ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ যথাযথভাবে পূর্ণতা লাভ করেছে। ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত ঘটনাবলীর মধ্যে শষ্যক্ষেত্র এবং মাঠ ময়দান বিধ্বস্ত হওয়ার কথা উল্লেখ ছিল। বলা বাহুল্য যে, ভূমিকম্পের সংগে এই ধরনের ধ্বংস-কাণ্ডের বিশেষ সম্পর্ক থাকে না। অনুরূপভাবে ভবিষ্যদ্বাণীতে আকাশের পাখ-পাখালীর জন্যও এই ঘটনা ধ্বংসাত্মক বলে প্রমাণিত হবে বলে উল্লেখ ছিল। আক্ষরিক অর্থে ভূমিকম্প সংঘটিত হলে পাখীদের দুর্দশা-ভোগের প্রশ্ন উঠে না।

তার ভবিষ্যদ্বাণীতে বণী-ইস্রায়েলের ক্ষয়-ক্ষতি হতে রক্ষা পাওয়ার কথা বলা হয়েছিল এবং এই ঘটনার ফলে তাদের জন্য কিছুটা সুবিধালাভের পথ উন্মুক্ত হবে বলেও উল্লেখ ছিল। একটি ভূমিকম্পের সঙ্গে এরূপ পরিবর্তনের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। পক্ষান্তরে একটি যুদ্ধের মাধ্যমে এধরনের পরিবর্তন সূচিত হওয়াই সম্ভবপর হতে পারে।

অনুরূপভাবে ইলহামী ভবিষ্যদ্বীতে ফেরাউন এবং হামানের সৈন্য বাহিনীর উল্লেখ রয়েছে এবং তাদের অন্যায় আচরণের ইঙ্গিত রয়েছে। এই ধরনের বিষয়ের সঙ্গে ভূমিকম্পের ঘটনার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। এই বর্ণনার দ্বারা জার্মানীর সম্রাট কাইজার এবং অষ্ট্রীয়ার রাজার অবস্থা রূপকভাবে বর্ণিত হয়েছে—যে দুটি শক্তি খোদার প্রতিনিধির ন্যায় প্রথম মহাযুদ্ধে পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেছে। তেমনিভাবে ভবিষ্যদ্বাণীতে 'হঠাৎ আক্রমণ' সম্বন্ধে উল্লেখ ছিল—যার দ্বারা মূলতঃ যুদ্ধের বর্ণনাই দেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যদ্বাণীতে একস্থানে বলা ছিল যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হবে যার ফলে আরব-বাসীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে। এই ঘটনার দ্বারাও বুঝা যায় যে, অগ্ন্যুৎপাত দ্বারা ধূমায়িত রাজনৈতিক অসন্তোষ এবং তার ফলশ্রুতি স্বরূপ সংঘটিত রাজনৈতিক পরিবর্তন সম্বন্ধেই ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রথম মহা-যুদ্ধে ঘটনাও তাই হয়েছে।

ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ ছিল যে, বিশ্ব-জগতের সর্বজনীন মহা-সম্রাট খোদাতায়ালা স্বয়ং-অর্থাৎ এই কথার দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তথাকথিত শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোতে অনেক আবর্তন বিবর্তন সংঘটিত হবে। অনুরূপভাবে আলোচ্য ভবিষ্যদ্বাণীর অন্যান্য বিষয়গুলো দ্বারা সুস্পষ্টরূপে যুদ্ধের চিত্রই বর্ণিত হয়েছে। "নৌকাগুলি খুলে দাও যাতে সেগুলো যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়" এবং 'নঙ্গর উঠাইয়া দাও" উভয় ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা নৌ-যুদ্ধের কথাই পূর্বাহ্নে বলা হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে নৌ-বাহিনী সমূহ যেভাবে যুদ্ধে মেতে উঠেছিল তারই ইঙ্গিত ছিল ভবিষ্যদ্বাণীতে-সামাগ্রিকভাবে ইলহাম সমূহ বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে, এগুলো ১৯১৪-১৮ সনে সংঘটিত প্রথম মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে হযরত মীর্যা সাহেবের সুস্পষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী ছিল এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী যথা সময়ে পূর্ণ হয়েছে।

ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী একটি দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা দ্বারা যুদ্ধ শুরু হওয়ার কথা এবং বাস্তবে ঘটনাও তাই হয়েছে। অষ্ট্রিয়ার ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজের হত্যাকাণ্ডের ফলে মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠে। ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে 'ভূমিকম্প' পৃথিবীব্যাপী সংঘটিত হওয়ার কথা— বাস্তব ক্ষেত্রে প্রথম মহাযুদ্ধ পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং এরূপ পৃথিবীব্যাপী মহাসমর ইতিপূর্বে আর কখনই সংঘটিত হয় নাই। এই মহাযুদ্ধে প্রথমতঃ ইউরোপীয় শক্তিগুলোই অংশগ্রহণ করে। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে চীন, জাপান এবং ভারত, ইরান এবং তুরস্ক এই মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ইরান, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন এবং সাইবেরিয়ায় ভয়ানক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আফ্রিকার চারটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা আক্রমণ চালায় জার্মান অধ্যুসিত পশ্চিম আফ্রিকায়। জার্মান অধুসিত পূর্ব আফ্রিকাও যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। পশ্চিম উপকূলে ক্যামেরুনেও প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মিশর-ত্রিপোলী সীমান্তেও প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়েছে। অন্যদিকে অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউগিনিতে মারাত্মক যুদ্ধ হয়েছে। ব্রিটিশ এবং জার্মান নৌ-বাহিনী আমেরিকার উপকূলে মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল। কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদানের কথা ঘোষণা করেছে। দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। পৃথিবীর সর্বত্রই যুদ্ধের দাবানল এবং প্রতিক্রিয়া চরমভাবে অনুভূত হয়েছে।

পাহাড় বিধ্বস্ত হয়েছে, শহর, খামার এবং মাঠগুলো ধ্বংসাৎ হয়েছে। আকাশের পাখীদের জীবন ধ্বংস হয়েছে। ফ্রান্স, সার্বিয়া এবং রাশিয়ার বনক্ষেত্র সমূহে বর্ণনাতীতরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কোথাও কোথাও বৃহদাকারের সুগভীর জলাধারের ন্যায় খাদ সৃষ্টি হয়েছে। যুদ্ধের একটি নতুন পদ্ধতি হিসেবে পরিখা খনন করার ফলেও ভূ-পৃষ্ঠ ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। তেমনিভাবে এই মহাযুদ্ধের ফলে নদ-নদীর পানি অগণিত মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। সফরকারীদের জন্য এই সময়টা ছিল অত্যাধিক কষ্টকর। কারণ জল ও স্থলের স্বাভাবিক পথ সমূহ অত্যন্ত শত্রু-কবলিত হওয়ার ফলে বিপদ-সংকুল হয়ে উঠেছিল। এরূপ অনেক ঘটনা শুনা গেছে যে, অনেক সৈন্য পথ হারিয়ে ফেলেছে অথবা অনেককে শত্রু-কবলিত পথ এড়িয়ে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হয়েছে।

ইউরোপের বহু বিখ্যাত প্রাসাদ বিধ্বস্ত হয়েছে। ইউরোপীয় জীবনের নৈতিক কাঠামো প্রবল ধাক্কা খেয়েছে এই মহাযুদ্ধের ফলে। অধিকতর নিরাপত্তামূলক এবং নিশ্চিত কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা সার্বিকভাবে অনুভূত হয়েছে। (ইসলামের কাঠামো ব্যতিত এরূপ কাঠামো আর কি হতে পারে?)

এই মহাযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল প্যালেষ্টাইনে ঈসরাইলের বসতি স্থাপনের প্রয়াস। এমনকি এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পূর্বেই ইহুদীদেরকে তাদের মূল ভূ-খণ্ডে পূর্ণবাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। মিত্রবাহিনীর মধ্যে যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, অতীতে ইহুদীদের উপর যে অন্যায় অবিচার করা হয়েছে উপরোক্ত ব্যবস্থার দ্বারা তার অবসান হবে। প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের বসতি স্থাপনের জন্য এই সময় একটি আন্দোলন প্রবলভাবে দানা বাঁধে। (যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে ইস্রায়েল নামে পৃথক ইহুদী-রাষ্ট্র জন্ম লাভ করে)। হযরত মির্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণীতে বণী-ইস্রায়েল সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী

বাস্তব ঘটনার আলোকে সমুজ্জ্বল সাক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীর এই অংশের একটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক দিক এই যে, এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ রয়েছে :

فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفا

"ফা এযা জায়া ওয়াদুল-আখেরাতে জিনাবেকুম লাফিফা" "এবং যখন আখেরী যামানার প্রতিশ্রুতি পূর্ণের সময় হবে তখন আমরা তোমাদেরকে (বণীইস্রায়েলদের) পুনরায় একত্রিত করবো।" (সূরা বণী-ইস্রায়েল : ১০৫ আয়াত)

আখেরী যামানার প্রতিশ্রুতি বলতে শেষ বিচার-দিনের কথা এখানে বলা হয় নাই—বরং এর দ্বারা প্রতিশ্রুত মসীহের আগমন-কালকেই বুঝানো হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর যুগে ইস্রায়েল জাতি পুনরায় একত্রিত হওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে। হযরত মীর্যা সাহেবের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে এই একত্রীকরণ বাস্তবায়িত হয়েছে।

ভবিষ্যদ্বাণীতে ষোল বছরের যে সময়-সীমা নির্ধারিত ছিল তা সঠিক ভাবে পূর্ণ হয়েছে। ১৯০৫ সনে এই ঘটনাবলী সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল ; আর এই মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে ১৯১৪ সনে এবং ১৯২১ সন পর্যন্ত এর জের চলেছে। শুধু বিবাদমান জাতিগুলিই নয়, নিরপেক্ষ জাতিগুলিকে ও নৌবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সদা প্রস্তুত রাখতে হয়েছে তাদের নিজ নিজ উপকূলের সাময়িক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যে। নৌ-যুদ্ধ সম্বন্ধে হযরত মীর্যা সাহেবের ইলহামী সংবাদ এভাবে পূর্ণ হয়েছে। সমুদ্রে নৌবাহিনীর পারস্পারিক যুদ্ধ সম্বন্ধে যেভাবে বর্ণনা দেওয়া হয়েছিল ঠিক সেইভাবেই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে—বিশেষতঃ প্রথম মহাযুদ্ধে ছোট ছোট আকারের সমুদ্রগামী যুদ্ধ-জাহাজের বিশেষ ব্যবহারের যে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল তা যথাযথভাবে পূর্ণ হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধ 'হঠাৎ' করে শুরু হওয়াও একটা বিরাট নিদর্শন ছিল। এই হঠাৎ করে শুরু হওয়ার ঘটনায় সবাই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। একটা বড়ো ধরনের যুদ্ধের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু সেই যুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন হঠাৎ করেই শুরু হয়েছিল। অষ্ট্রিয়ার যুবরাজ এবং রাজ কন্যার হত্যার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নিস্ফুলীঙ্গের ন্যায় বারুদের গোলায় আঘাত লাগে এবং চতুর্দিকে দাউ দাউ করে যুদ্ধের আগুন ছড়াতে থাকে।

আর একটি নিদর্শন ছিল এই যে, প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে আরব জাতি সমূহের জন্য কিছু রাজনৈতিক সুবিধা লাভের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়ে আরব স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে।

যে সকল শহর এবং স্থান অতিরিক্ত ভোগ-বিলাসে এবং খোদাহীনতায় মত্ত ছিল সেগুলোর উপর অধিকতর ধ্বংস এবং শাস্তি অবতীর্ণ হওয়ার কথা ছিল। এরূপ স্থানে বিশেষতঃ পূর্ব ফ্রান্স সর্বাধিক বিধ্বংসের শিকার হয়েছে। একটি ইলহামে ছিল : 'আমাদের বিজয়'—বস্তুতঃ এই কথার দ্বারা বিবাদমান জাতিগুলোর মধ্যে সেই দলকে বুঝানো হয়েছে—যে দলের প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের সহানুভূতি ছিল। ব্রিটিশ এবং তার মিত্রবাহিনী বার বার আশ্চর্যজনক সাহায্য পেয়েছে এবং বহু দুর্ঘটনা তাদের অনুকূলে সংঘটিত হয়েছে এবং পরিশেষে তারাই বিজয় লাভ করেছে। আর এটাই হযরত মীর্যা সাহেবের অনুসারীগণ চেয়েছিলেন এবং আল্লাহর কাছে দোওয়া করেছিলেন। (ক্রমশঃ)

"দাওয়াতুল আমীর" গ্রন্থের সংক্ষেপিত ইংরেজী সংস্করণ "Invitation"—এর ধারাবাহিক অনুবাদ] —মোহাম্মদ খলিলুর রহমান।

সংবাদ ঃ

স্পেনে ইসলামের নবযুগের প্রথম মসজিদ স্থাপন

হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) কর্তৃক ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপনের মহা আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান

অশেষ শোকর সেই মহান আল্লাহর দরবারে, যিনি তাঁহার অসাধারণ কৃপা ও স্বর্গীয় সাহায্যের এক উজ্জল নিদর্শন স্বরূপ তাঁহার মনোনীত ধর্ম ইসলামের বিশ্বব্যাপী প্রাধান্য বিস্তারের লক্ষ্যে প্রতিশ্রুত নবযুগের সূচনাকারী হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তির শুভলগ্নে মুসলিম জাহান তথা বিশ্বমানবকে এক মহা আনন্দদায়ক ঘটনা দর্শনের সুযোগ দিয়াছেন, যাহা দেখিবার জন্য প্রায় ছয় শত বৎসর যাবত ব্যথিত প্রাণ মুসলিম উম্মত ব্যকুল ছিল। সেই গৌরবমণ্ডিত ঘটনাটি ঘটে ৯ই অক্টোবর ১৯৮০ ইং রোজ বৃহাস্পতিবার বেলা ৩ ঘটিকায়, যখন জামাত আহমদীয়ার তৃতীয় খলিফা হযরত ফাতেহ্ উদ্দীন হাফেজ মির্যা নাসের আহমদ (আইঃ) সকরুণ দোওয়ার মাধ্যমে স্পেনের ঐতিহাসিক কর্তবা (কর্ডোভা) শহরের অনতিদূরে—রাজপথের পার্শ্বে, সেখানকার সর্ব প্রথম মসজিদের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

মসজিদটি স্পেনের রাজধানী মেডরেডের ২০০ মাইল দক্ষিণে জামাতে আহমদীয়ার দ্বারা ক্রয়কৃত দেড় এককেরও বেশী এক খণ্ড জমির উপর নির্মাণ করা হইতেছে। ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ ও কানাডা এবং আমেরিকায় বিস্তৃত আহমদীয়া জামাত সমূহ পরিদর্শন ও ইসলামের সাফল্যপূর্ণ ব্যাপক প্রচার কাজ সাধনের পর হুজুর (আইঃ) লণ্ডন হইয়া এক দীর্ঘ সফর অতিক্রম করিয়া উক্ত তারিখে সেখানে যখন মসজিদটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের উদ্দেশ্যে পৌছান, তখন সেখানে ঐ পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদানের উদ্দেশ্যে আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চল হইতে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং এই উপলক্ষে সমবেত আহমদী মোবাল্লেগগণের এক বহুল সংখ্যক প্রতিনিধিদল হুজুরকে খোশ-আমদেদ জ্ঞাপন করেন। এতদ্ব্যতীত, বিরাট সংখ্যক বিশিষ্ট গণ্যমান্য ও গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও উপস্থিত ছিলেন।

হুজুর (আইঃ) তাঁহার পবিত্র ভাষণে মসজিদটি স্থাপনের ক্ষেত্রে নকসামঞ্জুরী ইত্যাদি বিভিন্নস্তরে স্পেন-সরকারের উদার সহযোগিতার কথা কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিয়া সমগ্র স্পেনবাসীর জন্য দোওয়া করেন যেন আল্লাহ তাহাদিগকে সকল প্রকার বরকত ও কল্যাণে ভূষিত করেন এবং স্বীয় ফজল ও রহমতের দ্বারা পথপ্রদর্শন পূর্বক তাহাদিগকে সেই সরল পথে পরিচালিত করেন যাহা মানুষকে পবিত্র ও মহান আল্লাহর দিকে লইয়া যায়।

এই উপলক্ষে হযরত নবী আকরাম (সাঃ)-এর কল্যাণময় সুন্নত ও আদর্শ অনুসরণে হুজুর (আইঃ) ঘোষণা করেন যে, এখানে আল্লাহর যে গৃহ নির্মাণ করা হইতেছে উহা সেই সমস্ত লোকের জন্য অবারিত থাকিবে, যাহারা 'এক ও অদ্বিতীয়' খোদার ইবাদত করার

উদ্দেশ্যে ইহাতে প্রবেশ করিতে চাহিবেন। তিনি ইহার গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, 'ইসলাম শান্তি ও নিরাপত্তার ধর্ম। ইহা এই নির্দেশই দান করে যে, মানুষের নিকট ইহার পবিত্র বাণী শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৌঁছাইতে হইবে।' তিনি এই বিষয়ের দিকেও ইঙ্গিত করেন যে, খোদাতায়ালার এই পবিত্র গৃহ প্রতিটি ব্যক্তিকে সর্বদা ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে থাকিবে যে, মানব যেন আল্লাহতায়ালার সন্তোষ ও রেজামন্দী লাভে চেষ্টিত থাকে এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ স্থাপন করে।

আল্লাহতায়ালার সমীপে আমাদের কাতর প্রার্থনা এই যে, তিনি যেন এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানটিকে ইসলামের হৃত গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার বৃহত্তম নিদর্শন তথা স্পেনে পুনরায় খাঁটী তৌহিদ ও হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর রেসালতের গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং কার্যকরী উপায় স্বরূপ সাব্যস্ত করেন। আমীন।

এক নজরে ঘানার আহমদী জামাত ঃ

ঘানার সকল অঞ্চলে বিস্তৃত জামাত সমূহের সংখ্যা ৩৫৬। আহমদী মুসলমানদের সংখ্যা পাঁচ লক্ষাধিক। সারা দেশে সুরম্য আহমদীয়া মসজিদ ২৩০টি। বহু প্রাইমারী ও মিডিল স্কুল ছাড়াও উচ্চ পর্যায়ের 'হায়ায় সেকেণ্ডারী' স্কুল রহিয়াছে ৭টি। ইসলাম-প্রচার তৎপরতা ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে একটি মিশনারী ট্রেনিং কলেজ ছাড়াও ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত সাতজন কেন্দ্রীয় মুবাল্লেগ এবং ৭০ জন স্থানীয় মোবাল্লেগ রহিয়াছেন। সারা দেশে বিস্তৃত ১৮০টি প্রচার কেন্দ্র (মিশন-হাউস) ও ৪টি আহমদীয়া হাসপাতাল পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা সম্পন্ন এবং সকল প্রকারের অস্ত্রপ্রচারে অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদিতে পরিপূর্ণ। এই সকল হাসপাতালে অন্যান্য আফ্রিকান দেশ সমূহ হইতেও রুগীরা চিকিৎসার্থে আসিয়া থাকেন।

—মোঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, (সদর মুরুব্বী)।

জরুরী বিজ্ঞাপ্ত

মোহতারম জনাব আমীর সাহেব বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নির্দেশক্রমে সকল প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারী (তাহ্‌রীকে জদীদ) সাহেবানকে জানানো যাইতেছে যে যেহেতু চাকুরী জীবিদের চলতি (অক্টোবর) মাসের বেতন পাইতে বিলম্ব হইতে পারে, তাই তাহ্‌রীকে জাদীদের পূর্ণ চাঁদা আদায়ের সময়-সীমা নির্ধারিত (৩১-১০-৮০) তারিকের পরিবর্তে ১০-১১-৮০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে।

অতএব সকল প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারী সাহেবানকে অনুরোধ করা যাইতেছে যে উক্ত সময়ের মধ্যে নিজ নিজ জামাতের চাঁদা আদায় করিয়া কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণ করেন। উক্ত রিপোর্ট হুজুর (আইঃ)-এর নিকট দোওয়ার জন্য প্রেরণ করা হইবে।

খাকসার—মোঃ শামছুর রহমান
সেক্রেটারী তাহ্‌রীকে জাদিদ, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়া, ঢাকা।

স্পেনে ইসলামের পুনরুত্থান

স্পেনে প্রায় ৮শত বৎসর স্থায়ী ইসলামের আধিপত্যের ইতিহাস যেমন গৌরবময়, তেমনি উহার পতনের ইতিহাস করুণ ও মর্মন্তুদ। মহাবীর মুসলিম-জেনারেল তারিক বিন্ যিয়াদের অধিনায়কত্বে মুসলমানগণ স্পেনে বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করিয়াছিলেন, নিজেদের জাহাজগুলিকে নিজ হাতে পুড়াইয়া দিয়া। আর পতনকালে মুসলমানগণ পাইকারীহারে সমূলে ধ্বংস হইয়াছিলেন, সুযোগ বুঝে পলায়নের মতলবে তাহাদের সযত্নে রাখা অসংখ্য জাহাজ শত্রুদের হাতে দগ্ধ করিয়া। প্রথমবারে বিজয়ী মুসলমানদের সামনে লক্ষ্য ছিল এই যে, পলায়নের পথ যেহেতু তাহাদের জন্য রুদ্ধ, সেইহেতু এই দেশ তাহাদের জয় করিতেই হইবে, অন্যথায় শাহাদত বরণ করা ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর নাই। আল্লাহতায়ালা তাহাদিগকে বিজয় দান করিয়াছিলেন। ফলে মুসলমানদের ৮শত বৎসর স্থায়ী মহা জাঁকজমকপূর্ণ গৌরবময় রাজত্ব বিরাজ করিয়াছিল স্পেনে।

আজ হইতে পাঁচশত বৎসর পূর্বে—১৪৯২ইং সনে স্পেনে ইসলামের প্রাচীন গৌরবের শেষ চিহ্ন গ্রানাডার পতনের পর হইতে ইসলামের উপর এরূপ প্রতিকূল ও ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে তাহা ক্রমশঃ প্রকট হইতে প্রকটতর হইতে থাকে, এবং কোন দিন সেখানে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়া ইসলামের পুনরুত্থানের পথ সুগম হইতে পারে এমন আশা করাও কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল।

খ্রীষ্টান ঐতিহাসিকগণ মহাদম্ভের সহিত লিখিয়া আসিতেছিলেন যে, আট শত বৎসর-কাল ব্যাপী মানবহৃদয়ের উপর রাজত্ব করার পর স্পেন হইতে ইসলাম এমনইভাবে বহিষ্কৃত হইয়াছে যে, আর কখনও উহা সেখানে ফিরিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু খোদাতায়ালা ইহাই নির্ধারণ করিয়া রাখিয়া ছিলেন যে, আখেরী জামানায় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) -এর আবির্ভাবে তাঁহার খলিফাগণের দ্বারা ইসলাম সেখানে পুনরুত্থিত হইবে, এবং তাঁহার দেওয়ানাদের দ্বারা এই ভয়াবহ বিরানা পুনরায় আবাদ হইবে।

ফলতঃ ১৯৪৫ সনে জার্মানীর যখন পরাজয় ঘটিল এবং আন্তর্জাতিক রাজনৈতি পরিস্থিতির রং ও রূপ পরিবর্তনে স্পেনের পরমত অসহিষ্ণু ও স্বৈরাচারী পররাষ্ট্র নীতির মধ্যেও কিছুটা রদবদলের সৃষ্টি হইল, তখন আহমদীয়া জামাতের মহান খলীফা হযরত মুসলেহ মওউদ খলিফাতুল মসীহ সানী (রাঃ) মৌঃ করম আলী জাফর সাহেবকে সেখানে মুবাল্লেগ হিসাবে প্রেরণ করিলেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) ঘোষণা করিয়াছিলেন :

"স্পেন হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার কারণে আমরা কি উহাকে ভুলিয়া গিয়াছি? নিশ্চয় আমরা উহাকে ভুলি নাই। আমরা স্পেনকে নিশ্চয় পুনরায় উদ্ধার করিব। আমাদের তলোয়ার যেখানে গিয়া নিস্তেজ ও স্তব্ধ হইয়াছিল, এখন সেখানে আমাদের মুখনিঃসৃত আক্রমণ শুরু হইবে এবং ইসলামের সুকোমল নীতি ও আদর্শ পেশ করিয়া আমরা আমাদের ভ্রাতাদিগকে পুনরায় আমাদের অঙ্গীভূত করিব।"

স্পেনে পৌঁছিয়া মৌঃ করম আলী জাফর সহেব প্রথমে সেখানকার ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন এবং অন্তর্বর্তী কালে ইসলাম প্রচারের কাজ একজন দোভাষীর মাধ্যমে চালাইতে লাগিলেন। আল্লাহর করমে তিনি সর্ব প্রথম ইসলামী শিকার হিসাবে লাভ করিলেন সেই দোভাষীকে, যিনি ছিলেন একজন রাশিয়ান বংশভূত। তারপর যখন দুইজন ওলন্দাজ (স্পেনিশ) মিঃ ম্যাগল (যাঁহার ইসলামী নাম আজমল আ মদ) এবং মিঃ ফিলপি (ইসলামী নাম ফালাহ্ উদ্দীন) ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের কথা ঘোষণা করিলেন, তখন রোমান ক্যাথালিক পাদ্রী-মহলে কম্পন উঠিল এবং তাহাদের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। ফলে উক্ত আহমদী মুসলিম মুবাল্লিগের কথা ও লিখার উপরই যে শুধু বিধি নিষেধ আরোপ করা হইল তাহাই নয় বরং তাহার গতিবিধির উপরও কড়া প্রহরা বসান হইল এবং সি আই-ডি ছায়ার ন্যায় তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। এরূপ কোন মাস ছিল না যে তাহাকে দুই তিন দিনের জন্য কারাবাস যাপন করিতে না হইত! কিন্তু আল্লাহর এই দেওয়ানা —লক্ষ্য ও সংকল্পে যিনি ছিলেন অনড় ও অটল—তাঁহার রবের দেওয়া সামর্থে বলিয়ান হইয়া তিনি গোপনে গোপনেই মানবান্তরে ইসলামের শিক্ষা সঞ্চারে সচেষ্ট থাকিলেন, ফলে এক প্রদীপ হইতে আর এক প্রদীপ জ্বলিতে থাকিল। এমন কি স্পেনে যখন নব-দীক্ষিত মুসলিমদের সংখ্যা চার ডজন পরিবারে উপনীত হইল, তখন মহাপরাক্রমশালী খোদার তকদীরের অঙ্গুলী হিলনে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রেও এমন ধরনের কতক পরিবর্তন ঘটিল যাহার ফলে স্পেনের সরকারও নিজেদের আইনে ধর্মীয় পরমত সহিষ্ণুতাকে স্থান দিতে বাধ্য হইয়া পড়িলেন। এই সুবর্ণ সুযোগে ইসলামের তবলিগী মিশন 'রেজিষ্টার্ড' হইয়া গেল এবং মুবাল্লেগদিগের প্রতিটি চাপা কথা প্রকাশ্য ঘোষণায় পরিণত হইল। এই পর্যায়ে 'খোদার গৃহ' নির্মাণের তীব্র প্রয়োজন বোধ করা হইল। ফলে হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ)-এর নির্দেশক্রমে সেখানে মিশন-হাউস ও মসজিদের জন্য জমি ক্রয় করা হইল। উক্ত জমির উপর নির্মাণ-নকশার অনুমোদন দান করে পেট্রোআবাদের মিউনিসিপ্যালিটি চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের ১৩ তারিখে এবং অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহ অতিক্রম করিতেই হযরত খলিফাতুল মসীহ সালেস (আইঃ) স্পেনে পদার্পণ করিয়া ৯ই অক্টোবর তারিখে অন্তরের অন্তঃস্থল হইতে নির্গত দরুদ ও সকরুণ দোওয়া এবং মহান আল্লাহ্‌র হামদ ও শোকরে অভিষিক্ত পরিমণ্ডলে স্পেনে ইসলামের পুনরুত্থান তথা ইসলামের নবযুগের প্রথম মসজিদের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিলেন 'যালিকা ফজলুল্লাহে ইউতিহি মা'ইইয়াশাউ।'

ধন্য সেই সকল লোক, যাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল ইসলামের আলো পৃথিবীর দিকে-দিকে ও প্রান্তে-প্রান্তে ছড়াইয়া দেওয়া। আল্লাহতায়ালা তাহাদের সকলের হাফেজ ও নাসের হউন। আমীন। [দৈনিক আল-ফজল ও সাপ্তাহিক 'লাহোর' অবলম্বনে লিখিত]

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী।

'সকল বরকত হযরত মোহাম্মাদ লাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে।'

[ইলহাম—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)]

মেক্সিকোয় প্রচণ্ড ভূমিকম্প

আলজিরিয়ায় প্রচণ্ড ভূমিকম্পের মাত্র পনের দিন পরেই মেক্সিকোর মধ্য ও দক্ষিণাঞ্চলে প্রচণ্ড ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়াছে, যাহার ফলে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হইয়াছে এবং অর্ধ শতাধিক মানব-সন্তানকে ধ্বংসস্তূপের মধ্য হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। বিবিসির খবরে প্রকাশ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ ভানুয়াতু প্রজাতন্ত্রেও (সাবেক নিউ হেব্রাইডিজ) ভূমিকম্পের কথা বলা হইয়াছে।

হজরত ইমাম মাহদী, মসীহ মওউদ (আঃ) ১৯০৬ঈসাব্দে মানব জাতিকে হুশীয়ারী করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, "কোন কল্পিত খোদা তোমাদের রক্ষা করিতে পারিবে না। আমি শহরগুলি ধ্বংস হইতে দেখিতেছি এবং জনপদগুলি জনমানব শূন্য পাইতেছি।" (হকিকাতুল ওহী—১৯০৬ইং)

হজরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী বর্তমানে পর্যায়ক্রমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহা প্রলয় ঘটিয়া আসিতেছে। আল্লাহ্‌তায়ালা সমগ্র মানব জাতির রক্ষক, সহায়ক ও পথ প্রদর্শক হউন। আমীন।

শোক সংবাদ

গত ১১ই অক্টোবর দিবাগত রাত ১২টায় কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থানাধীন ঘাটুরা গ্রামের মরহুম মুন্সী আব্দুর রাজ্জাক লস্কর সাহেবের পুত্র জনাব আশরাফ উদ্দীন সাহেব ৭২ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। মরহুম একজন মোখলেস আহমদী ছিলেন। তাঁহার মৃতুতে তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবার-বর্গের জন্য এবং মরহুমের আত্মার মাগফেরাতের জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন জানান হইতেছে।

মরহুমের নামাজে জানাজা পড়াইয়াছেন জনাব মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব (সদর মুরুব্বি)। উক্ত নামাজে-জানাজায় ব্রাহ্মণ বাড়ীয়া জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব ইদ্রীস সাহেব এবং উক্ত জামাত ও ঘাটুরা জামাতের বহু আহমদী ভ্রাতা যোগদান করিয়াছিলেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা আহমদী পত্রিকার গ্রাহক-গ্রাহিকাগণকে বিশেষভাবে অবগত করা যাইতেছে যে পাক্ষিক আহমদীর চাঁদার হিসাব প্রত্যেকেরই জানা আছে। যদি না থাকে তবে খাকসারের নিকট পত্র লিখিলে অবশ্যই জানাইয়া দেওয়া হইবে। হিসাব বাহির করিলে দেখা যায়, অনেকেরই কমপক্ষে ৩/৪ বৎসরের বকেয়া পড়িয়াছে। অতএব, দয়া করিয়া নিজ নিজ হিসাব অনুসারে অত্র অফিসে একমাসের মধ্যে নিজ নিজ বকেয়া পরিশোধ করিবেন, অন্যথায় যাঁহার নিকট হইতে বকেয়া চাঁদা না পাওয়া যাইবে তাহার নামে বাধ্য হইয়া পত্রিকা পাঠান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

ম্যানেজার,
পাক্ষিক আহমদী।

আহ্‌মদীয়া জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

হযরত ইমাম মাহদী মসীহ মওউদ (আঃ) কর্তৃক প্রবর্তিত

বয়াত (দীক্ষা) গ্রহণের দশ শর্ত

বয়াত গ্রহণকারী সর্বান্তকরণে অঙ্গীকার করিবে যে,—

(১) এখন হইতে ভবিষ্যতে কবরে যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক (খোদাতায়ালার অংশীবাদীতা) হইতে পবিত্র থাকিবে।

(২) মিথ্যা, পরদার গমন, কামলোলুপ দৃষ্টি, প্রত্যেক পাপ ও অবাধ্যতা, জুলুম ও খেয়ানত, অশান্তি ও বিদ্রোহের সকল পথ হইতে দূরে থাকিবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যত প্রবলই হউক না কেন তাহার শিকারে পরিণত হইবে না।

(৩) বিনা ব্যতিক্রমে খোদা ও রসুলের হুকুম অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়িবে; সাধ্যানুসারে তাহাজ্জুদের নামায পড়িবে, রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পড়িবে, প্রত্যহ নিজের পাপ সমূহের ক্ষমার জন্য আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট প্রার্থনা করিবে ও এস্তেগফার পড়িবে এবং ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে, তাঁহার অপার অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার হাম্‌দ ও তারিফ (প্রশংসা) করিবে।

(৪) উত্তেজনার বশে অন্যায়রূপে, কথায়, কাজে বা অন্য কোন উপায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে, বিশেষতঃ কোন মুসলমানকে কোন প্রকার কষ্ট দিবে না।

(৫) সুখে-দুঃখে, কষ্টে-শান্তিতে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদাতায়ালার সহিত বিশ্বস্ততা রক্ষা করিবে। সকল অবস্থায় তাঁহার সাথে সন্তুষ্ট থাকিবে। তাঁহার পথে প্রত্যেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখ-কষ্ট বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাকিবে, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার ফয়সালা মানিয়া লইবে। কোন বিপদ উপস্থিত হইলে পশ্চাদপদ হইবে না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হইবে।

(৬) সামাজিক কদাচার পরিহার করিবে। কুপ্রবৃত্তির অধীন হইবে না। কুরআনের অনুশাসন পোলআনা শিরোধার্য করিবে, এবং প্রত্যেক কাজে আল্লাহ ও রসুলে করীম সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদেশকে জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়া চলিবে।

(৭) ঈর্ষা ও গর্ব সর্বোতভাবে পরিহার করিবে। দীনতা, বিনয়, শিষ্টাচার ও গাম্ভীর্যের সহিত জীবন-যাপন করিবে।

(৮) ধর্ম ও ধর্মের সম্মান করাকে এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধন-প্রাণ, মান-সম্ভ্রম, সন্তান-সন্ততি ও সকল প্রিয়জন হইতে প্রিয়তর জ্ঞান করিবে।

(৯) আল্লাহ্‌তায়ালার প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁহার সৃষ্ট-জীবের সেবায় যত্নবান থাকিবে, এবং খোদার দেওয়া নিজ শক্তি ও সম্পদ যথাসাধ্য মানব কল্যাণে নিয়োজিত করিবে।

(১০) আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করিবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের (অর্থাৎ হযরত মসীহ মাওউদ আলাইহিস্ সালামের) সহিত যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হইল, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাহাতে অটল থাকিবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ট হইবে যে, দুনিয়ার কোন প্রকার আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে উহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। (এশতেহার তকমীলে তবলগী, ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮৯ইং)

আহ্‌মদীয়া জামাতের

ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সাইয়েদেনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্মকে পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ে উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অথবা সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদী-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সত্যতা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিনীন"

অর্থাৎ, সাবধান নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla, at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjumane-- Ahmadiyya
4, Bakshibazar Road, Dacca —1
Phone No. 283035
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwor